দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৯৩ ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৫ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৬ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জনদুর্ভোগ তৈরি না করে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরার আহ্বান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : রাস্তায় শিক্ষার্থীদের অবরোধ, আন্দোলন ও আল্টিমেটামের মাধ্যমে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো নজির কোথাও নেই। শিক্ষার্থীদের রাস্তায় জনদুর্ভোগ তৈরি না করে ধৈর্য ধরার ও নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বুধবার (৩০ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে হাসিনার ফ্যাসিস্ট দলের কোনো স্থান নেই : প্রধান উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপেদষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী নেত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ ‘ফ্যাসিবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য’ দেখিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ দলের এখন কোনো স্থান নেই। যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা এসব মন্তব্য করেন। গতকাল বুধবার পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে, শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের এ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পক্ষে তার সরকার। ড. ইউনূস জানান, তার অন্তর্বর্তী সরকার এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে না। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উত্তেজনা এড়াতেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ড. ইউনূস বলেন, ‘নিশ্চিতভাবেই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে তার (শেখ হাসিনা) জায়গা হবে না, আওয়ামী লীগের কোনো জায়গা হবে না। তারা দেশের জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তারা (রাজনৈতিক) কূটকৌশল করেছে, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো ফ্যাসিবাদী দলের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস লিখেছে, দেশের

বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো সব সময় অভিযোগ করে বলেছে, শেখ হাসিনা ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকতে নির্বাচনে কারচুপি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধ করেছেন। শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে দেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা কিংবা সংস্কার করা অথবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত বলে বিতর্ক চলছে। ড. ইউনূস বলেন, আওয়ামী লীগ ভেঙে যেতে পারে বলে তার অনুমান। তবে অন্তবর্তী সরকার তার ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, কারণ এটি ‘রাজনৈতিক সরকার নয়’। আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ‘ঐকমত্যের ভিত্তিতে’ নির্ধারিত হবে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, ‘তাদেরকেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্থান নির্ধারণ করতে হবে।’ রাজনীতিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে ড. ইউনূস বলেন, রাজনীতিতে যোগ দেওয়া কিংবা রাজনৈতিক দল গঠন করার তার কোনো ইচ্ছা নেই। তার সরকার এখন পর্যন্ত নির্বাচনের রূপরেখাও চূড়ান্ত করেনি। অন্তবর্তী সরকারের প্রধান বলেন, ‘আমাদের কাজ সবকিছু স্বাভাবিক করা এবং সংস্কার সম্পন্ন করা। নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।’ শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। ড. ইউনূস বলেন,

২-এর পাতায় দেখুন

৮ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আট জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জেলাগুলো হলো জয়পুরহাট, রাজশাহী, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, শরীয়তপুর ও নাটোর। বুধবার (৩০ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীমের সই করা ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের বর্ণিত কর্মকর্তাদের তাদের নামের পাশে বর্ণিত জেলায় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে পদায়ন করা হলো। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে। প্রজ্ঞাপনে পরিকল্পনা বিভাগের উপপ্রধান আফরোজা আক্তার চৌধুরীকে জয়পুরহাটে, চট্টগ্রাম ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার আফিয়া আক্তারকে রাজশাহীতে, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত উপসচিব জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে রাজবাড়ী, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক নুরুল ইসলামকে সিরাজগঞ্জ, অর্থ বিভাগের উপসচিব তৌফিকুর রহমানকে কুষ্টিয়া, বেসামরিক

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বুধবার তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

ডি-৮ সম্মেলনে অংশ নিতে ড. ইউনূসকে আমন্ত্রণ

স্টাফ রিপোর্টার : ডিসেম্বরে মিশরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত হবে ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন। এতে যোগদানের জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিশর। বুধবার (৩০ অক্টোবর) বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির আমন্ত্রণপত্র প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, অন্তত পাঁচটি দেশ- তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান এবং নাইজেরিয়ার সরকারপ্রধান কায়রোতে ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া শীর্ষ সম্মেলনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইডলাইন বৈঠকে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের কীভাবে সমর্থন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহী সুইডেন

স্টাফ রিপোর্টার : টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশে সুইডিশ ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সুইডেন রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস। বুধবার (৩০ অক্টোবর) পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মো. জসিম উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আগ্রহের পুনরাবৃত্তি করেন। সাক্ষাতের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূতকে তার নিয়োগের জন্য অভিনন্দন এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থনের জন্য সুইডিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক আবর্তে শান্তির পক্ষে বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশ ও সুইডেনের মধ্যে গভীর ও মূল্যবান সম্পর্কের ওপর জোর দেন এবং বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক

২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ১১ মামলা বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সরকারের সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিভিন্ন নাশকতার অভিযোগে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা ১১ মামলা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। মামলা বাতিলে জারি করা রুল মঞ্জুর করে বুধবার (৩০ অক্টোবর) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, অ্যাডভোকেট মো. জাকির হোসেন, ব্যারিস্টার এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট তারেক ভূইয়া ও অ্যাডভোকেট এম সাব্বির আহমেদ। পরে জয়নুল আবেদীন বলেন, আদালত উভয়পক্ষকে শুনে সবগুলো মামলায় রুল অ্যাবসুলেট করেছেন। অ্যাবসুলেট করার মানে হচ্ছে এই মামলাগুলো কোয়াশড (বাতিল) হয়ে গেল। এই মামলাগুলো আর থাকল না। এখানে একটা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ছিল। সরকারের অনুমতি না নিয়ে এ মামলা করেছে। আইন হচ্ছে অনুমতি নিতে হয়। শুনানি শেষে আদালত এ মামলাও বাতিল করা হলো। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা এসব মামলা থেকে আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, এই মামলাগুলো ২০১৬-১৭ সালের দিকে রুল ও স্টে হয়ে আছে। আজকে রুল শুনানি হয়েছে। এইসব মামলায় তিনি আগে

২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক চার মন্ত্রীসহ ৮ জনের ৪১ দিনের রিমান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক চার মন্ত্রীসহ আটজনের ৪১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরীফুর রহমান ও মো. ইমরান আহম্মেদের পৃথক দুটি আদালত শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডে যাওয়া আসামিদের মধ্যে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বহিষ্কৃত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিম ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত রয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর শুনানি

২-এর পাতায় দেখুন

‘ন্যাশনাল মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান সরকার দেশের মেরিটাইম সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ‘ন্যাশনাল মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। বুধবার (৩০ অক্টোবর) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কার্যক্রমগুলোর অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় এ কথা জানান। নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেরিটাইম সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে

২-এর পাতায় দেখুন

হজ প্যাকেজ ঘোষণা কমল খরচ

স্টাফ রিপোর্টার : গতবারের তুলনায় খরচ কমিয়ে আগামী বছর হজে যেতে সরকারিভাবে দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ‘হজ প্যাকেজ-২০২৫’ ঘোষণা করেন। ঘোষিত সাশ্রয়ী প্যাকেজ অনুযায়ী খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৪২ টাকা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রায় প্রত্যেক হজযাত্রীর গত বছরের তুলনায় সামনের বার ১ লাখ ৫৯৮ টাকা কম খরচ হবে। অন্য প্যাকেজে খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা। ২০২৪ সালে যারা সরকারিভাবে হজে গেছেন তাদের সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা খরচ হয়েছিল। বিশেষ হজ প্যাকেজের মূল্য ছিল ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা। এবার বিশেষ প্যাকেজ থাকছে না বলেও

২-এর পাতায় দেখুন

পুঠিয়ায় টিকা নিয়ে ৭ শিক্ষার্থী অসুস্থ, নির্ভয়ে এইচপিভি টিকা নেওয়ার রামর্শ চিকিৎসকের

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন,রাজশাহী: রাজশাহীর পুঠিয়ায় নারীদের জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধক এইচপিভি টিকা নিয়ে একই স্কুলের ৬ শিক্ষার্থী সহ ৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধক টিকা কর্মসূচি পালন করা হয় উপজেলার প্রতিটি স্কুলে। ইউনিসেফের তথ্য মতে, জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার জন নারী মারা যায়। জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এক ডোজ এইচপিভি টিকাই যথেষ্ট। এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন এবছরের ২৪ অক্টোবর থেকে দেশের ৭টি বিভাগে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, ও সিলেটে শুরু হয়েছে। ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির ছাত্রী এবং ১০-১৪ বছর বয়সী স্কুল বহির্ভূত কিশোরীরা বিনামূল্যে এই

টিকা পাবে। জানা যায়, উপজেলার দৈপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এর ছয় জন মেয়ে শিক্ষার্থী জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধক টিকা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাদেরকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা নিয়ে তারা বাড়ি চলে যান। অসুস্থ শিক্ষার্থীরা হলেন, সুখী খাতুন, ফাতেমা আক্তার, ইকরা খাতুন, সোনালী আক্তার, মিষ্টি খাতুন ও সুমাইয়া আক্তার এছাড়াও ভাড়রা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুইটি খাতুন নামের আরো একজন শিক্ষার্থী ভ্যাকসিন নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আল-আমিন সরকার বলেন, অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে টিকা নিলে সমস্যা হবে এমন নয়, দেখা যায় অনেক বাচ্চা

২-এর পাতায় দেখুন

আত্মগোপনে মোহাম্মদপুরের ছিনতাই চক্রের মূলহোতারা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সক্রিয় হয়ে ওঠেছিল অপরাধীরা। ছিনতাই, ডাকাতি ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে অশান্ত মোহাম্মদপুরে সাড়াশি অভিযানে নেমেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত তিন দিনে যৌথ বাহিনীর অভিযানে শতাধিকের বেশি অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অভিযানের খবরে মোহাম্মদপুর ছেড়ে আত্মগোপনে আছেন ছিনতাই চক্রের মূলহোতারা। তবে এখনো ছিনতকারীদের আতঙ্কে স্থানীয়রা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মোহাম্মদপুরে দিনে-দুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাতের আঁধারে কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের অস্ত্রের মহড়ায় ভীতসন্ত্রস্ত বাসিন্দারা। প্রতিদিনই অলিতে গলিতে অস্ত্রের মুখে সাধারণ মানুষের মূল্যবান সামগ্রী ও

২-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই বলে বিশ্বাস করে বিএনপি। এমনটি জানালেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি। ফখরুল বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে তারা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। সেই নির্বাচনে যেন জনগণ ভোট দিতে পারে। নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে পারে। এটা আমাদের প্রত্যাশা। এটাই জনগণ চায়। তিনি বলেন, আমরা জানি, এটি খুব অল্প সময়, এখনো তিন মাস যায়নি। ১৫-১৬ বছরের জঞ্জাল। এ সময়ে গণতন্ত্রকে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছে। অর্থনীতি মুচড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৭ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। তারা অর্থনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, দেশ এখন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। বিএনপির এ নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ যে চরিত্র তৈরি করেছে, এর বাইরে গিয়ে কেউ কাজ করে না। ঘুষ খায় না, স্বজনপ্রীতি

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৫ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

প্রায় ১০০ প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতা শূন্য, সূচকের বড় লাফ

স্টাফ রিপোর্টার : পতন থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের শেয়ারবাজার। আগের কার্যদিবসের ধারাবাহিকাতায় বুধবার (৩০ অক্টোবর) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। এতে মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। দাম বাড়ার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে প্রায় ১০০ প্রতিষ্ঠান। এমনকি লেনদেনের বেশিরভাগ সময় এসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট বিক্রির আদেশের ঘর শূন্য পড়ে থাকে। দাম বাড়ার ক্ষেত্রে প্রায় ১০০ প্রতিষ্ঠান দাপট দেখানোর পাশাপাশি লেনদেনের গতিও বেড়েছে। ডিএসইতে লেনদেন বেড়ে ৫০০ কোটি টাকার ঘরে চলে এসেছে। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। এতে এ বাজারটিতেও মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতেই সূচকের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়ার প্রবণতাও বাড়ে। ফলে অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠানের দাম বাড়ার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক বেড়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে ৩৭৩টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের। আর ৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১৪৭ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ১৬৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৫৭ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর সুবিধা দিচ্ছে এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিকে ১০ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি দিয়েছে। গত মঙ্গলবার এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান সই করা প্রজ্ঞাপন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০৩০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে উৎপাদনে যাওয়া কোম্পানিগুলোকে শর্ত সাপেক্ষে এ অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপধারা (১) অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশের আওতায় বিওও ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিকে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হতে প্রথম ৫ বছর পর্যন্ত (প্রথম থেকে পঞ্চম বছর) শতভাগ কর অব্যাহতি সুবিধা পাবে। পরবর্তী ৩ বছর (ষষ্ঠ ৭-এর পাতায় দেখুন

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে জাতিসংঘ : ভলকার তুর্ক

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন। বুধবার (৩০ অক্টোবর) পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশে সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভলকার তুর্ক বলেন, আজকের বৈঠকে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকারবিষয়ক নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন। ভলকার তুর্ক ঢাকা সফরের শেষ দিন সেনাপ্রধান, বাণিজ্য উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বাংলাদেশে দুই দিনের সফরে এসেছেন।

সুনির্দিষ্ট ডিজাইন করে অটোরিকশা অনুমোদন দেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সুনির্দিষ্ট ডিজাইন করে বিআরটিএ থেকে অটোরিকশা অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জাগরন প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সোহেল রানা। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ দাবি জানান। এই সভার আয়োজন করে গণমুক্তি মঞ্চ, জাগরণ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা ও বি-স্ক্যান। এতে প্রায় শতাধিক প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক রিকশা চালক অংশ নেন। এ সময় প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক রিকশা চালকরা বলেন, আমরা ভিক্ষা করতে চাই না, কর্ম করে খেতে চাই। বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করতে হয়। আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে গেলে, মাঠে খেলতে গেলে হেয় করা হয়। আমরা মাথা নত করতে চাই না। বঞ্চিত হতে চাই না। যে রাস্তায় প্যাডেল রিকশা চলে, ভ্যানগাড়ি চলে, ঘোড়ার গাড়ি চলে সেখানে আমরাও অটোরিকশা চালাতে চাই। আমাদের আলাদা লাইসেন্স দেওয়ার আবেদন জানাই। লিখিত বক্তব্যে সোহেল রানা কয়েকটি দাবি তুলে ধরে বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশাকে সুনির্দিষ্ট ডিজাইনে বিআরটিএ থেকে অনুমোদন দিতে হবে। নিবন্ধন দেওয়ার সময় প্রতিটি ওয়ার্ডে ৭-এর পাতায় দেখুন

সশরীরে বদলির তদবির করলেই শাস্তির মুখে পড়বেন ইসি কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বদলি নিয়ে তদবিরের বাড়তি প্রবণতা লক্ষ্য করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংস্থাটির অনেক কর্মকর্তাই বদলির তদবির নিয়ে নির্বাচন ভবনে দৌড়ঝাঁপ করছেন ইদানিং। এ অবস্থায় বিষয়টিকে শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (৩০ অক্টোবর) ইসির জনবল ব্যবস্থাপনা-১ শাখার সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান এ সংক্রান্ত চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়েছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বদলি বিষয়ক তদবির নিয়ে আসেন। এ ছাড়া অনেকে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এসে অপ্রয়োজনীয় তদবির বা অযথাই নির্বাচন কমিশন

সচিবালয়ে ঘোরাঘুরি করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এমন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত না থাকা বা কর্মস্থল ত্যাগ না করা এবং প্রশিক্ষণার্থীকে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অনুমতি ব্যতীত প্রশিক্ষণস্থল ত্যাগ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলির আবেদন অগ্রায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা যাচাই-বাছাই ও সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক উপযুক্ত কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে সমন্বিতভাবে সুপারিশ সহকারে সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে তদবির না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন: দুই ভাইয়ের পর বোনেরও মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্যাসের পাইপলাইনের লিকেজ থেকে লাগা আগুনে দগ্ধ শিশু তাসলিমা (৯) মারা গেছে। এর আগে এ ঘটনায় তাসলিমার দুই ভাই মারা যান। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো তিনজনে। গত মঙ্গলবার রাতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় তাসলিমা। গত শুক্রবার রাতে দগ্ধ হয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্নে একই পরিবারের ছয়জন ভর্তি হন। তাদের মধ্যে তিনজন মারা গেছেন। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম বলেন, গত মঙ্গলবার ভোরে জুয়েল ও মো. ইসমাইল আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। একইদিন রাত আটটার দিকে মারা যায় তাদের বোন তাসলিমা। তাসলিমার শরীরে ৬৩ শতাংশ দগ্ধ ছিল। এ ঘটনায় নিহতদের বাবা বাবুল ৬৬ শতাংশ দগ্ধ, মা শেলি ৩০ শতাংশ দগ্ধ ও আরেক বোন মুন্নি ২০ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক ৭-এর পাতায় দেখুন

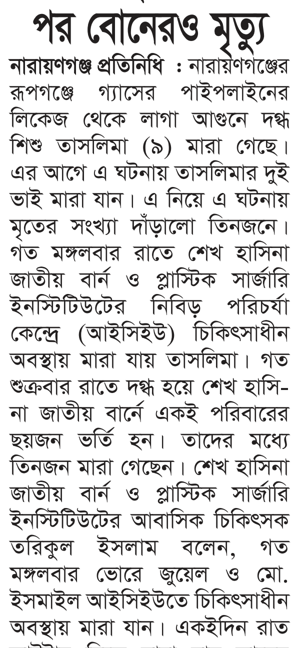

জনগণকে ভোটের সুযোগ দিলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান : দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, আমি দৃঢভাবে বিশ্বাস করি, জনগণকে ভোট দেওয়ার সুযোগ যদি দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে

দুই কার্গো এলএনজি আমদানির অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ১৩৫৫ কোটি ব্যয়ে দুই কার্গো এলএনজির ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৩০ অক্টোবর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভায় এ প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় কমিটির সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এলএনজি আমদানি করবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক কোটেশনের মাধ্যমে ২ কার্গো এলএনজি আমদানি করতে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ৩৫৫ কোটি ৮৯ লাখ ৫৪ হাজার ৫০০ টাকা। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক্সেলারেট এনার্জি এলপি, ইউএসএ এলএনজি সরবরাহ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশন প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। পেট্রোবাংলা থেকে ১ কার্গো এলএনজি সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ ২৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করে। ৩টি প্রস্তাবই কারিগরি ও ৭-এর পাতায় দেখুন

স্থানীয় সরকার, পল্লি ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বুধবার সচিবালয়ের গণমাধ্যমে কেন্দ্র বিএসআরএফ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ ৪ বছর হওয়া উচিত: উপদেষ্টা হাসান আরিফ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর হওয়া উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। এছাড়া সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসহ সব স্থানীয় সরকারের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করার পক্ষে তিনি। বুধবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সদস্যদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন, পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করেনি সরকার। সময়মতো এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিএসআরএফের সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হকের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি ফসিহ উদ্দীন মাহতাব।

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

যানজটে নাকাল মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন গন্তব্যে

স্টাফ রিপোর্টার : স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেছেন সাত কলেজ শিক্ষার্থীরা। এর ফলে মিরপুর রোড ও আশাপশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। নীলক্ষেত মোড় থেকে আজিমপুর পর্যন্ত এবং সায়েন্সল্যাব মোড় থেকে ধানমন্ডি ২৭ পর্যন্ত ছাড়িয়েছে গাড়ির সারি। এমন অবস্থায় উপায়ান্তর না পেয়ে পায়ে হেঁটেই গন্তব্যে যাচ্ছেন মানুষ। বুধবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের অবরোধের ফলে থমকে পড়েছে পুরো নিউমার্কেট, নীলক্ষেত ও সায়েন্সল্যাবসহ আশপাশের এলাকা। নীলক্ষেত থেকে সায়েন্সল্যাব অভিমুখী সড়ক, শাহবাগ থেকে সায়েন্সল্যাব, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর থেকে সায়েন্সল্যাব অভিমুখী সব সড়কেই তৈরি হয়েছে তীব্র যানজট। এই সড়কগুলোতে যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অবরোধের ফলে আটকে পড়া একটি বিআরটিসি বাসের চালক রবিউল ইসলাম বলেন, খুব ঝামেলায় পড়েছি; বড় গাড়ি, এখান ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক কৃষিমন্ত্রী শহীদ ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র আন্দোলনে বাস চালক আলমগীর হত্যা মামলায় সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুস শহীদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান এ আদেশ দেন। এর আগে, এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আব্দুল হালিম। অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে ছিনতাইকারী নিহত

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আরেক ছিনতাইকারী নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হলেন-ফেনী সদর থানার কুরটিয়া এলাকার করিম উল্লার ছেলে জাফর উল্লাহ (৩৫)। পুলিশ জানায়, আগে টঙ্গী এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন জাফর উল্লাহ। পরে তিনি খিলগাঁও নন্দীপাড়া এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তিনি একজন ছিনতাইকারী। গত মঙ্গলবার রাতে তিনি টঙ্গী এলাকায় আসেন। এ সময় তাদের চারজন ছিনতাইকারীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে জাফর উল্লাহকে অন্য এক ছিনতাইকারী ছুরিকাঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাফর উল্লাহর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সজিব নামে জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি কায়সার আহমেদ জানান, ছিনতাইকারীদের মধ্যে ঝগড়া হলে এক ছিনতাইকারী ছুরিকাঘাতে আরেক ছিনতাইকারী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় ৭-এর পাতায় দেখুন

ছয় বিভাগে হালকা বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ছয়টি বিভাগে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া অন্যত্র আকাশ থাকতে পারে মেঘলা। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সহকারী আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া

প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে সারাদেশে।

ছুরিকাঘাতে লেগুনাচালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাড্ডা থানা এলাকায় চাঁদাবাজের ছুরিকাঘাতে হাসান হাওলাদার (২২) নামে এক লেগুনাচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নূরে আলম (২৩) নামে আরও একজন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। ডিএমপির বাড্ডা থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তবে এখনও বিস্তারিত খবর পাইনি। এ ঘটনায় একজন অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। যতটুকু শুনেছি, লেগুনাচালক ও হেলপারদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল। ঘটনাটি তাদের মধ্যে ঘটেছে। বিষয়টি তদন্তের পর আরও বিস্তারিত জানা যাবে। আহত নূরে আলম জানিয়েছেন, হাসান ও আমি দুজনেই লেগুনাচালক। হাসানের নিজেই লেগুনার মালিক। রামপুরা-বনশ্রী থেকে খিলগাঁও মাদারটেক যাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসা করি আমরা। বেশ কয়েক দিন ধরে ৭-এর পাতায় দেখুন

টিসিবির জন্য তেল-চিনি ছোলা কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী রমজান মাসকে সামনে রেখে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর ফ্যামিলি কার্ডধারী ১ কোটি পরিবারের মাঝে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন পণ্য তুলে দেবে সরকার। এ লক্ষ্যে ৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি, ৬ হাজার মেট্রিক টন ছোলা এবং ৩২ লাখ ৬০ হাজার লিটার সয়াবিন তেল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ২১৫ কোটি ৭৫ লাখ ৯ হাজার টাকা। বুধবার (৩০অক্টোবর) সচিবালয়ে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহেমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় কমিটির সদস্য ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, সার, ছোলা, চিনি ও সয়াবিন তেল এই চারটি পণ্য আমদানির প্রস্তাব ছিল। এগুলোর সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবগুলো আমদানির অনুমোদন দিয়েছি। রমজান সামনে রেখে ছোলা এবং তেল আমদানি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমার ইচ্ছা আছে, কিছু দিন পরে খেজুর আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কোনোভাবেই যাতে সাধারণ মানুষের কষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা নেয়া হবে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি ক্রয়ের একটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডধারী ১ কোটি পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে ৫ হাজার মে.টন চিনি ক্রয়ের জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ২টি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। ২টি দরপ্রস্তাবই আর্থিক ও কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপ্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এই চিনি সরবরাহ করবে। প্রতি কেজি ১২০.৯২ টাকা হিসেবে মোট ব্যয় হবে ৬০ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। ৭-এর পাতায় দেখুন

শিবিরের আত্মপ্রকাশের খবরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ মিছিল

জাবি প্রতিনিধি : দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর প্রকাশ্যে এসেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ছাত্র শিবির। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে তারা। এদিকে শিবিরকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত দাবি করে তাদের আত্মপ্রকাশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরা। পরে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী তামিম স্রোতের সঞ্চালনায় শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন। এ সময় সমাবেশে শিক্ষার্থী ফাইজা মেহজাবিন বলেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যার সহযোগী সংগঠন জামায়াত-শিবির। শেখ হাসিনার সরকারের হাতে যেমন ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতাকে হত্যার খুনের দাগ রয়েছে, তেমনি ৭১-এর গণহত্যার রক্তের দাগও জামায়াত-শিবিরের হাতে লেগে রয়েছে। এই ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

পুঠিয়ায় টিকা নিয়ে ৭ শিক্ষার্থী অসুস্থ

সকালে না খেয়ে আছে। একটু ভীতু প্রকৃতির হয়ে থাকে মেয়ে বাচ্চারা। এই সমস্যাটাকে বলা হয় ম্যাস ফোবিয়া। এই টিকা নিলে কোন সমস্যা হবে না অন্তত বাচ্চাদের আর ও অনেক উপকার হবে। তাই ভয়ের কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদুল হাসান শাওন বলেন, আমি যক্ষা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি মিটিংয়ে রাজশাহীতে আছি। বিষয়গুলো শুনেছি খোঁজখবর নিচ্ছি বাচ্চাদের চিকিৎসাও দেওয়া হচ্ছে। তারা এখন ভালো আছে। আমি যেতে পারিনি। মোট সাতজন অসুস্থ হয়েছিল তাদের চিকিৎসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজনকে রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছে বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি।

ডি-৮ সম্মেলনে অংশ নিতে

গণঅভ্যুত্থানের পর গণতান্ত্রিক উত্তরণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রদূত তার সরকারের সমর্থনের কথাও জানান। অধ্যাপক ইউনূস এ সমর্থনকে স্বাগত জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে মিশর ও বাংলাদেশ ওআইসি এবং ডি-৮-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে হাতে হাত রেখে কাজ করবে। মিশরে ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার কথা জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত ফাহমি আশা প্রকাশ করেন, ডি-৮ সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদলও মিশর সফর করবেন। তিনি বলেন, মিশর তৈরি পোশাক ও ওষুধখাতে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে চায় এবং পাট চাষ শিখতে চায়। পাশাপাশি দুই দেশের কৃষি, বস্ত্র ও ওষুধের ক্ষেত্রে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি এমন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত বলেও মত দেন তিনি। বৈঠকে ২০৩১-৩২ অর্থবছরের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে বাংলাদেশের প্রার্থীতার প্রতি মিশরের সমর্থন নিশ্চিত করেন মিশরের রাষ্ট্রদূত। তিনি ইউনেস্কোর মহাপরিচালক পদে কায়রোর প্রার্থীতার জন্য ঢাকার সমর্থনও চেয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন নতুন করে শুরু করার ওপর জোর দেন মিশরের রাষ্ট্রদূত। দুই দেশের মধ্যে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) হয় ২০১৮ সালে। কিন্তু দ্বিতীয় এফওসি ২০২১ সালে হওয়ার কথা থাকলেও তা এখনো হয়নি।

সাবেক চার মন্ত্রীসহ ৮ জনের ৪১

শেষে রাজধানীর পৃথক দুই মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের আটদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর মধ্যে হাইকোর্টের জাল ভোটের ঘটনায় শাহবাগ থানায় করা মামলায় পাঁচদিন ও বাড্ডা থানার হত্যা মামলায় তিনদিনের রিমান্ড দেওয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে ধানমন্ডি থানার মামলায় তিনদিন ও বংশাল থানার মামলায় চারদিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। মোহাম্মদপুর থানার মামলায় সাধন চন্দ্রের তিনদিন ও যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় শাজাহান খানের তিনদিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। এছাড়া নিউমার্কেট থানার মামলায় জিয়াউল, চকবাজার থানার মামলায় হাজী সেলিম, ধানমন্ডির থানার হত্যা মামলায় ইনু ও চকবাজার থানার মামলায় তানভীরের পাঁচদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গত ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেফতার করা হয়। নিউমার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী শাজাহান আলীকে (২৪) হত্যার অভিযোগে করা মামলায় পরদিন ১৪ আগস্ট তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশীদ। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানম-ন্ডি এলাকা থেকে শাজাহান খানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক মো. খোকন মিয়া মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আহমেদ তার সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ২৬ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে ইনুকে গ্রেফতার করে ডিবির একটি টিম।পরদিন রাজধানীর নিউমার্কেট থানা এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার তার সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ৩ অক্টোবর রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরদিন ৪ অক্টোবর তেজগাঁও থানার হত্যা মামলায় সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৭ অক্টোবর বিএনপিকর্মী মকবুল হত্যা মামলায় সাধন চন্দ্রকে গ্রেফতার দেখানো হয়। গত ১ সেপ্টেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে রাজধানীর বংশাল থানাধীন এলাকা থেকে হাজী সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ২ সেপ্টেম্বর ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তার পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলন চলাকালে মোহাম্মদপুরে মুদি দোকানদার আবু সায়েদ হত্যার অভিযোগে করা মামলার পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর তার আটদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রাজধানীর চানখারপুল এলাকায় মোহাম্মদ ইসমামুল হক নামে এক কিশোরকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর তার চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গত ১৬ আগস্ট রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর আদালত তার আটদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৪ আগস্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা থেকে আত্মগোপনে থাকাবস্থায় তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন রাজধানীর পল্টনে কামাল মিয়া নামে এক রিকশাচালককে হত্যা মামলায় তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

‘ন্যাশনাল মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’

জিডিপিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, গত ৫০ বছরেও বাংলাদেশে কোনও সমন্বিত বন্দর ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়নি। প্রত্যেকটি বন্দর পৃথক পৃথকভাবে তাদের কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও এখন আধুনিক ও স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি। বিশ্বের বিখ্যাত বন্দরগুলো এখন ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে সেখানে বেশি বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, আমাদের মেরিটাইম সেক্টরেও আরো বেশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে এবং একটি কার্যকর ও টেকসই বন্দর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার ‘ন্যাশনাল মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রণয়ন করবে। এই কৌশলপত্রের মাধ্যমে একটি সমন্বিত, শক্তিশালী ও যুগোপযোগী বন্দর কাঠামো গড়ে তোলা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বন্দরকেন্দ্রিক সব সেবাকে একটি প্লাটফর্মে আনতে মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো চালু করা হবে। যেখানে ব্যবসায়ীরা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হয়রানিমুক্ত সেবা পাবে।’এ সময় উপদেষ্টা ‘ন্যাশনাল মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি’ প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের মেরিটাইম সেক্টরে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং কমিটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি কৌশলপত্র তৈরিপূর্বক জমা দানের নির্দেশনা প্রদান করেন। নৌপরিবহন উপদেষ্টা দেশের স্থলবন্দরগুলোকেও এ কৌশলপত্রের সঙ্গে সমান্তরালে সংযুক্ত রেখে সমুদ্রবন্দর ও অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দরগুলোর যাবতীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় এ কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের মেরিটাইম সেক্টরে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বর্ণিত কৌশলপত্র প্রণয়নে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রয়োজনে আইএমও থেকেও কারিগরি সহায়তা নেওয়া যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন। সভায় দেশের বন্দরগুলোর বিভিন্ন সমস্যা চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দফতর বা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সভায় বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত সচিব দেলোয়ারা বেগমসহ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপাধ্যক্ষের পুনর্বহালের দাবিতে কবি

করেছেন। দুর্দিনে যিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপকার করেছেন, তার প্রতিদান কখনও তিরস্কার হতে পারে না উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন হটকারী সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাই। আমরা কবি নজরুল কলেজের সকল সাধারণ শিক্ষার্থী চাই, তিনি যেন কবি নজরুল কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে বহাল থাকেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সমন্বয়ক ও কবি নজরুল কলেজের সমন্বয়ক মেহেদী হাসানবলেন, ছালেহ আহম্মেদ স্যার একজন আদর্শবান শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের যেকোনো যৌক্তিক দাবিকে তিনি সর্বদা সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা এই কলেজেই স্যারের পুনর্বহাল চাই। এই শিক্ষার্থী আরও বলেন, আমাদের এখানে নতুন যে উপাধ্যক্ষকে পদায়ন করা হয়েছে তাকে আমরা চাই না। আমরা চাই না কোনো ফ্যাসিস্টের দোসর এই ক্যাম্পাসে আসুক। আমাদের এই ক্যাম্পাস বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাস। আমরা কোনোভাবেই তা কলঙ্কিত হতে দেবো না। আমরা চাই অতিসত্বর শিক্ষা উপদেষ্টা আমাদের উপাধ্যক্ষ স্যারের ওএসডি প্রত্যাহার করে এখানেই পুনর্বহাল করা হোক।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অটোপাস দিলে

হাত দিলে প্রথমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার দরকার। এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পরে আলোচনা সভায় যোগ দেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এনামুল করিম প্রমুখ।

৪০১ কোটি টাকার ইউরিয়া

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাফকো, বাংলাদেশ থেকে ৫ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ক্রয়ের সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ষষ্ঠ লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ক্রয়ের জন্য প্রাইস অফার পাঠানোর অনুরোধ করা হলে কাফকো, বাংলাদেশ প্রাইস অফার পাঠায়। কাফকোর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সারের মূল্য নির্ধারণ করে ষষ্ঠ লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার প্রতি মেট্রিক টন ৩৬৫.৩৭৫ মার্কিন ডলার হিসেবে ব্যয় হবে ১ কোটি ৯ লাখ ৬১ হাজার ২৫০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩১ কোটি ৫৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

হজ প্যাকেজ ঘোষণা কমল খরচ

জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা। গত ২৪ অক্টোবর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ অধিশাখা থেকে জারি করা বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হজের প্রাথমিক নিবন্ধন ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে। হজে যেতে ইচ্ছুক প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের ৩ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন ও প্রাথমিক নিবন্ধন যুগপৎভাবে করা যাবে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের জন্য হজযাত্রীর কোটা ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। এই কোটা পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাথমিক নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ৫ জুন (২০২৫) পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন জানান, হজের দুটি প্যাকেজের মধ্যে একটি হবে পবিত্র কাবা শরীফ থেকে এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে। অপরটি থাকবে কাবা শরীফ থেকে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটারে মধ্যে। আসা যাওয়ার জন্য পরিবহন ও ভালো থাকার ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর মূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা। সাধারণ হজ প্যাকেজ-২ এর মূল্য ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা। বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজের মূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৫৬ টাকা। এর বাইরে সাধারণ হজ প্যাকেজ গ্রহণ করে এজেন্সি একটি অতিরিক্ত বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে।

সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর বৈশিষ্ট্য: মক্কায় হারাম শরীফের বহিচত্বর থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন হবে। হারাম শরীফ যাতায়াতে বাসের ব্যবস্থা থাকবে। দিনায় মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন থাকবে। মিনায় গ্রিন জোনে (জোন-৫) তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায়ডিছি ক্যাটাগরির সার্ভিস সুবিধা থাকবে। মক্কার হোটেল বা বাড়ি থেকে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনা ট্রেনযোগে যাতায়াত করানো হবে। মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেমরা খাবার পরিবেশন করবেন। অ্যাটাচড বাথসহ মক্কা ও মদিনায় বাড়ি বা হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। বাড়ি বা হোটেল কক্ষে বা ফ্লোরে রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা রাখা হবে। মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইডের ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ নূন্যতম ৪০ হাজার টাকার সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল এবং দমে শোকর (কুরবানী) বাবদ ৭৫০ সৌদি রিয়াল আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ আপগ্রেডেশন: অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে মক্কা ও মদিনার বাড়ি বা হোটেলে ২, ৩ ও ৪ সিটের রুম এবং শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-২ এর বৈশিষ্ট্য: মক্কায় হারাম শরীফের বহিচত্বর থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন রাখা হবে। মদিনায় মার্কাজিয়া (সেন্ট্রাল এরিয়া) এলাকায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মিনায় ইয়োলো জোনে (জোন-২) তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় আপগ্রেডেড্ডিছি ক্যাটাগরির সার্ভিস সুবিধা রাখা হবে। মক্কার হোটেল বা বাড়ি হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনা ট্রেনযোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। অ্যাটাচড বাথসহ মক্কা ও মদিনায় বাড়ি বা হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। বাড়ি বা হোটেলের কক্ষে বা ফ্লোরে রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা করা হবে। মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইডের ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ নূন্যতম ৪০ হাজার টাকার সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল এবং দমে শোকর (কুরবানি) বাবদ ৭৫০ সৌদি রিয়াল আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিতে হবে। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ধর্ম মন্ত্রণালয় ব্যবসা করে না। সেবা দিয়ে থাকে।

নিষেধাজ্ঞার ১৭ দিনে বরিশালে ৫১৭

হওয়া সরঞ্জাম নিলাম করে তিন লাখ ৪৭ হাজার ২০০ টাকা আয় হয়েছে। মৎস্য বিভাগের উপপরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানান, গত ১৩ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে ২২ দিনের জন্য উপকূলের সাত হাজার বর্গ কিলোমিটারের মূল প্রজননস্থলসহ সারা দেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ থাকছে। প্রসঙ্গত, বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার ৩ লাখ ১৯ হাজার ৮৩০ জেলে পরিবারের জন্য ৭৯ হাজার ৯৯৫ মেট্রিক টনের বেশি চাল বিতরণ করা হবে।

আত্মগোপনে মোহাম্মদপুরের

অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে যায় অপরাধীরা। গত সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত মোহাম্মদপুরে প্রতিপক্ষের হামলা ও গুলিতে শিশুসহ ১০ জনের প্রাণ গেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, মোহাম্মদপুরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক অভিযান চলবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মাদকের স্পট বন্ধ না হয় ততক্ষণ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এদিকে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের খবরে এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে মোহাম্মদপুরের ছিনতাই চক্রের মূল হোতারা। যাদের মধ্যে মোহাম্মদপুর তিন রাস্তা, চাঁদ উদ্যান, লাউতলা ও বসিলা এলাকার ছিনতাই চক্রের মূলহোতা রাসেল ওরফে ভাত রাসেল। নবদয়, ঢাকা উদ্যান, নবীনগর, আদাবর এলাকার আতঙ্ক হিসেবে পরিচিত কব্জিকাটা গ্রুপের মূলহোতা আনোয়ার, ইউনুস, রাফাত, আহমেদ, তুষার,বেল্লাল ওরফে ভাইগ্না বেল্লাল, নাঈম ওরফে ভাইগ্না নাঈম, রাফি, মোহন। গত ১ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ঘোষণা দিয়ে বেল্লাল নামের এত যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে কব্জিকাটা গ্রুপের সদস্যরা। এই চক্রটি মোহাম্মদপুরজুড়ে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দখল ও হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে চলছে। জানা গেছে, কব্জিকাটা গ্রুপ এক সময় শীর্ষ সন্ত্রাসী বাদলের ছত্রছায়ায় থাকলেও বর্তমানে স্থানীয় বিএনপির এক নেতার আর্শিবাদে টিকে আছে। তাদের রক্ষায় ইতোমধ্যে নিজেই মাঠে নেমেছেন বিএনপির এই নেতা। সামনে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী ওই বিএনপি নেতার হয়ে কব্জিকাটা গ্রুপের আনোয়ার তার হয়ে প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় কাজ করবে। তাই বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে আনোয়ার ও তার চক্রের সদস্যদের রক্ষায় নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছেন। তবে মোহাম্মদীয়া হাউজিং এলাকায় এখনো সক্রিয় স্থানীয় অসামাজিক কার্যক্রমের মূলহোতা শাহাবুদ্দিন শাবু ও তার দুই ছেলে সজিব-সোহান। তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ছিনতাই করে আসছে। মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ অক্টোবর থেকে মোহাম্মদপুরে শুরু হওয়া যৌথ বাহিনীর অভিযানে এখন পর্যন্ত শতাধিক ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছেন। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চাপাতিসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে মাদকের স্পট দখল নিয়ে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে চলা গোলাগুলির ঘটনায় দুটি বিদেশি পিস্তল ও ২০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ মাদক ব্যবসায়ীকে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখান হাসান বলেন, আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সব অপরাধী গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলবে। গত চার দিনে শতাধিক ছিনতাইকারী গ্রেফতার করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রেফতার ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর থানায় চলতি মাসে ৬৩টি ছিনতাই মামলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন রাজনৈতিক

করে না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও প্রশাসনসহ সব জায়গায় দুর্নীতি। নির্বাচন কমিশন নিয়ে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটি সার্চ কমিটি ঘোষণা করেছে। যদিও সার্চ কমিটি গঠন করার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। এমন প্রত্যাশাও ছিল। যাই হোক, এটি নিয়ে বড় ধরনের কোন সমস্যা দেখছি না। ফখরুল বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। যিনি এ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, তিনি পৃথিবীজুড়ে সমাদৃত। তিনি নিজেও বলেছেন, তার রাজনৈতিক ইচ্ছে নেই। এদেশের মানুষ আপনাকে সম্মান দিয়েছে, দিতে চায়। আপনার জায়গা যেন নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। রাজনৈতিক সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না জানিয়ে বিএনপির এ শীর্ষ নেতা বলেন, রাজনৈতিক সংগ্রাম চলতে থাকে। সংস্কার কার্যক্রম তেমনি চলমান থাকে। আমরা প্রত্যাশা করব, সরকার দ্রুত সংস্কার কমিশন থেকে রিপোর্ট নিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরবে এবং সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জনগণের মতামত ছাড়া কোনো সংস্কার দীর্ঘায়িত হবে না। উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে সফল হওয়া যায় না। এনপিপির চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহী

সহযোগিতা বৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দেন। এ ছাড়া পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেওয়া জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য সুইডিশ মানবিক সহায়তার কথা স্বীকার করেন এবং তাদের স্বদেশে আশু, স্বেচ্ছা ও টেকসই প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দেন। এ সময় সুইডেনের রাষ্ট্রদূত সবুজ রূপান্তর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সুইডেনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ এবং আগামী বছরগুলোতে রাজনৈতিক পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে। পররাষ্ট্র সচিব সুইডিশ সরকারের সমর্থনকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে দায়িত্বকালে রাষ্ট্রদূতকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সূত্র: বাসস

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে

জামিন পেয়েছেন। আজকে মামলাগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।কায়সার কামাল বলেন, এই মামলাগুলো ছিল বেআইনি। সেটা আজকে প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অনুমতি নিতে হয়। সেটা নেওয়া হয়নি। নাশকতার মামলা যে ধারায় করা হয়েছে, সেখানে পাবলিক প্রপার্টি হতে হয়। এখানে সবগুলো প্রাইভেট প্রপার্টি। সেটা তারা জেনেও মামলা দিয়েছে। আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত আছে, ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু ম্যাডাম জিয়া তখন গুলশানে অবরুদ্ধ ছিলেন। তারপরেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এ মামলা দেওয়া হয়েছে।

৮ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক

বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রফিকুল ইসলামকে দিনাজপুর, নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের পরিচালক আশরাফ উদ্দিনকে শরীয়তপুর এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত উপসচিব আসমা শাহীনকে নাটোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে হাসিনার ফ্যাসিস্ট দলের

হাসিনাসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর ভারতের কাছে হাসিনাকে ফেরত চাইবে সরকার। ড. ইউনূস স্পষ্ট করে বলেন, ‘তার (শেখ হাসিনার) বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতের রায়ের পর আমরা ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। আমি মনে করি না যে রায় হওয়ার আগে এটা করার দরকার আছে।’ ইউনূসের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, হিন্দুদের ওপর সেসকল হামলা হয়েছে তা ধর্মীয় কারণে নয় বরং তাদের আওয়ামী রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে। নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা প্রতিবেশী, আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে অবশ্যই সেরা সম্পর্কটি থাকতে হবে যা যেকোনো প্রতিবেশীর মধ্যে থাকা উচিত।

আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে মন্দিরের চাল আত্মসাতের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলায় সন্তোষ কুমার প্রামাণিক নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মন্দিরের চাল আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে গণস্বাক্ষরসহ গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভট্টপাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজ প্রধান ও হিসাব রক্ষক শ্রী সুশীল চন্দ্র সরকার। অভিযুক্ত সন্তোষ কুমার প্রামাণিক নলডাঙ্গা উপজেলার মাধনগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্ট্রান ঐক্য পরিষদের মাধনগর ইউনিয়নের সভাপতি বলে জানা গেছে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ভট্টপাড়া শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা অর্চনা করেন। সেখানে ২০২৪ সালের জুন মাসে সরকারের পক্ষ থেকে জিআর বরাদ্দের ৫০০ কেজি চাল দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজের কাউকে না জানিয়ে, হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য শ্রী সন্তোষ কুমার প্রামাণিক বরাদ্দকৃত ৫০০ কেজি চাল উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। বরাদ্দকৃত চাল ফেরত ও সন্তোষ কুমারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সন্তোষ কুমার প্রামাণিক অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, ঘটনাটি সত্য নয়, মন্দিরের কাজেই বরাদ্দকৃত চালের টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজের অপর একটি পক্ষের সঙ্গে তাদের বিরোধ রয়েছে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে তারা এমন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। এ বিষয়ে আগামী শুক্রবার সমাজ প্রধানদের সঙ্গে বসবেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্ট্রান ঐক্য পরিষদের নেতারা। ওইদিন বসেই বিষয়টি ফয়সালা করা হবে বলে জানান তিনি। নলডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দেওয়ান আকরামুল হক জানান, এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাটোরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের গুরুদাসপুরে স্ত্রী শিউলি বেগমকে হত্যার দায়ে শাহজামাল (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা ভিকটিমের বাবা-মাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে নাটোরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুহাম্মদ আবদুর রহিম এ আদেশ দেন। এ সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত শাহজামাল উপজেলার দুর্গাপুর বাবলাতলা গ্রামের মো. তছলিম উদ্দিনের ছেলে। আর নিহত শিউলি বেগম একই গ্রামের মো. নজরুল ইসলামের মেয়ে। নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (বিশেষ পিপি) অ্যাডভোকেট মো. আবদুল কাদের এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ২০১০ সালে দুর্গাপুর বাবলাতলা গ্রামের মৎস্যজীবী মো. নজরুল ইসলামের মেয়ে শিউলিকে প্রেম করে বিয়ে করেন প্রতিবেশী শাহজামাল। বিয়ের সময় ১৫ হাজার টাকা যৌতুক চান শাহজামাল। এর মধ্যে ১০ হাজার টাকা দেন শিউলির বাবা। বাকি পাঁচ হাজার টাকার জন্য বিয়ের পর থেকেই শিউলির ও চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন শাহজামাল। কিন্তু দরিদ্র বাবার কাছ থেকে টাকা আনতে না পারায় শিউলিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন তিনি। এরইমধ্যে তাদের সংসারে একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি শাহজামাল যৌতুকের পাঁচ হাজার টাকার জন্য শিউলিকে গলা টিপে হত্যা করে লাশ বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে শাহজামাল, শ্বশুর তছলিম উদ্দিন (৫২) ও শাশুড়ি সামনুর বেগমকে (৪৫) আসামি করে গুরুদাসপুর থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রফিকুল ইসলাম তদন্ত শেষে শুধু শাহজামালকে অভিযুক্ত করে একই বছরের ৩০ মে আদালতে চার্জশিট দেন। পরে মামলাটি নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়। মামলার দীর্ঘ শুনানি ও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গতকাল বুধবার এ রায় দেন বিচারক।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ৬৬ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৬৬ লাখ নয় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত এক হাজার ৭০৬টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। এছাড়াও অভিযানকালে ১৩০টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৪২টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে এসব মামলা ও জরিমানা করা হয়। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকের গেটে তালা দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রাহকদের ব্যাংকে লাখ টাকা থাকার পরেও টাকা তুলতে গেলে দেওয়া হয় গ্রাহকদের ৩ হাজার টাকা। এমন অবস্থা চলছে সিলেটের ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের একাধিক শাখায়। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকার পরেও চাহিদা মতো টাকা তুলতে না পারায় সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ এলাকার ন্যাশনাল ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়েছেন গ্রাহকরা। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় এ ঘটনাটি ঘটে। এর আগে গত মঙ্গলবার গ্রাহকরা টাকা না পেয়ে সিলেটের গোলাপগঞ্জের ন্যাশনাল ব্যাংকের আরও একটি শাখায় তালা লাগিয়ে দেন। এদিকে, খবর পেয়ে মহানগর পুলিশের শাহপরাণ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রাহকদের শান্ত করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। শিবগঞ্জ ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড শাখার গ্রাহক কয়েছ আহমদ বলেন, অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে টাকা তুলতে আসলে ব্যাংক থেকে জানানো হয় তিন হাজার টাকার বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হয়, ব্যাংকে টাকার সংকট রয়েছে। তাই আমরা গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাংকের গেটে তালা লাগিয়েছি। একই ব্যাংকের গ্রাহক জুনেদ মিয়া বলেন, ব্যাংকটিতে টাকা রেখে বিপদে পড়েছি। টাকা তুলতে পারছি না। কিন্তু তারা টাকা জমা নেওয়ার সময় ঠিকই নিচ্ছি। গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে ব্যাংকটি। ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, গ্রাহকদের চাহিদামতো টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ব্যাংকের শাখাগুলোতে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এজন্য গ্রাহকরা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

পদ্মায় নিখোঁজ আরেক এএসআইয়ের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় পদ্মা নদীতে নিখোঁজ আরও এক পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মুকুল হোসেনের (৩৭) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে পাবনার সুজানগরে পদ্মা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ধরতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতকারীরা নৌকাটি ডুবিয়ে দিলে দুই পুলিশ সদস্য নিখোঁজ হন। সুজানগর থানার ওসি গোলাম মোস্তফাএ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কুঠিবাড়ি ঘাট এলাকা থেকে এএসআই সদরুল হাসানের (৪৪) লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। সুজানগর থানার ওসি বলেন, গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে খবর পাই, সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকার পদ্মা নদীতে নিখোঁজ পুলিশের এএসআই মুকুলের লাশ ভেসে উঠেছে। পরে নৌপুলিশ এবং সেখানকার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র এএসআই মুকুল হোসেনের লাশ উদ্ধার করে। এদিকে, কুষ্টিয়ার কুমারখালী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার এসএম ফিরোজ আহমেদবলেন, পদ্মা নদীতে নিখোঁজ পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মুকুল হোসেনের লাশ পাবনা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে। নৌপুলিশ এবং পাবনা পুলিশসহ কুমারখালী থানা পুলিশ মিলে তার লাশ উদ্ধার করবে। তিনি আরও বলেন, গতকাল বুধবার সকাল ৮টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল নদীতে উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন কুমারখালীর ওসি ফোন করে জানান, লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে এএসআই মুকুল হোসেনের লাশ ভেসে উঠেছে। এজন্য উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করেছি। এ বিষয়ে কুমারখালী থানা পুলিশের ওসি নজরুল ইসলামের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ধরেননি। উল্লেখ্য, সোমবার ভোর ৪টার দিকে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ধরতে গিয়ে পদ্মা নদীতে দুর্বৃত্তের হামলায় নিখোঁজ হন কুমারখালী থানা পুলিশের দুই এএসআই। উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কুঠিবাড়ি ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হন আরও তিন জন। তারা হলেন- কুমারখালী থানা পুলিশের একজন কর্মকর্তা, স্থানীয় কয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সানোয়ার হোসেন এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আনোয়ার হোসেন। তাদের মধ্যে গত মঙ্গলবার দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কুঠিবাড়ি ঘাট এলাকা থেকে সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সদরুল হাসানের (৪৪) লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। সবশেষে পাবনার নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকার পদ্মা নদী থেকে এএসআই মুকুল হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হলো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুমারখালী উপজেলার পদ্মা নদীর ওপারে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের ছয় জন সদস্য নৌকায় করে যাচ্ছিলেন। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে রোববার দুর্বৃত্তদের গণ্ডগোল হয়েছিল নদীতে। পুলিশ বহন করা নৌকা দেখে তারা প্রতিপক্ষের লোকজন আসছে ভেবে হঠাৎ এসে পুলিশের নৌকা ডুবিয়ে দেয়। নৌকাতে ছয় জন পুলিশ সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে চার জন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও নিখোঁজ হন পুলিশ কর্মকর্তা সদরুল এবং মুকুল।

শ্রমিকদের ধর্মঘট, চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার বহন বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার পরিবহন বন্ধ রেখে আবারও ধর্মঘট শুরু করেছেন কনটেইনারবাহী প্রাইমমুভার পরিবহন শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকে বন্দরের ভেতর কনটেইনার হ্যান্ডলিং করছেন না তারা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা কনটেইনার হ্যান্ডলিং করবেন না বলে জানিয়েছেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- প্রাইমমুভার ট্রেইলার চালক ও সহকারীদের নিয়োগপত্র দেওয়া; ছবিসহ পরিচয়পত্র ও সরকারঘোষিত নিম্নতম মজুরি প্রদান; শ্রমঘণ্টা বাস্তবায়ন। চট্টগ্রাম জেলা প্রাইমমুভার ট্রেইলার, কনক্রিট মিক্সচার, ফ্ল্যাটবেড ও ডাম্প ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক হাসান মাহমুদবলেন, আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন মালিকরা, কিন্তু এখনও মানেননি। এ কারণে আমরা পুনরায় ধর্মঘটে নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাজে ফিরবো না। চট্টগ্রাম জেলা প্রাইমমুভার ট্রেইলার, কনক্রিট মিক্সচার, ফ্ল্যাটবেড ও ডাম্প ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম খান বলেন, গত মঙ্গলবার বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মালিকদের বৈঠকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন। এমন আশ্বাসে আমরা সে সময় ধর্মঘট স্থগিত করেছিলাম। সে দাবি না মানায় আবারও কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব ওমর ফারুক বলেন, প্রাইমমুভার পরিবহন শ্রমিকরা আবারও ধর্মঘট শুরু করেছেন। এজন্য প্রাইমমুভারদের অংশে কাজে কিছুটা স্লো হচ্ছে। তাদের যেসব দাবি ছিল তা মালিকপক্ষের পূরণ করার কথা ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও বনিবনা হয়নি। তাই মালিকরাও নিয়োগপত্র দেননি, শ্রমিকরাও নিয়োগপত্র নেননি। আশা করি, দ্রুত শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন।

যশোরে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের চৌগাছায় আনিসুর রহমান (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চৌগাছার জগন্নাথপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এর আগে সন্ত্রাসীদের হাতে হত্যার শিকার হন তারই বড় ভাই স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন আশা। তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন আর প্রতিপক্ষ বিএনপি। চৌগাছা থানার পুলিশ আনিছুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতের সেজভাই আশিকুর রহমান ও ফুফাতো ভাই সাংবাদিক শাহানূর আলম উজ্জল জানিয়েছেন, রাতে জগন্নাথপুর এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন আনিসুর। এ সময় লেন্টু, হাদী, ওহিদুল, আমিনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। মুমূর্ষু অবস্থায় রাতেই তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে তিনি মারা যান। নিহত আনিসুরের বড়ভাই চৌগাছার সিংহঝুলি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন আশাকে ২০০২ সালে একই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হত্যা করে বলে জানান শাহানূর আলম উজ্জল। গতকাল বুধবার চৌগাছা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মেহেদী হাসান বলেন, গতকাল (গত মঙ্গলবার) রাত ৮টার দিকে আনিসুর রহমানের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। গতকাল বুধবার ভোর ৪টার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষের হাতে তিনি গুরুতর আহত হন। নিহত আনিসুর ও তার ভাই সাবেক চেয়ারম্যান আশা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রতিপক্ষ বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে আমরা জানতে পেরেছি। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

নড়াইলে চোর সন্দেহে তিন জনকে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলের তুলারামপুর এলাকায় গরুচোর সন্দেহে তিন জনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নড়াইল সদর থানার ওসি সাজেদুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার ভোররাতে নড়াইল-ঢাকা-বেনাপোল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী জানান, তুলারামপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবার ভোরে ওই এলাকার তরফদার বখতিয়ার হোসেন হান্নানের বাড়িতে তিন জন গরু চুরি করতে যান। কুকুরের ডাকে বাড়ির মালিক বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার করেন। তাদের চিৎকারে গ্রামবাসী চোরদের ধাওয়া করে পিটুনি দিলে তিন জন নিহত হন। তাদের কাছে থাকা মোবাইল ফোনে কথা বলে গ্রামের লোকজন জানতে পারেন, দুজনের বাড়ি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জে। সদর থানার ওসি বলেন, লাশ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। তিন জনের মধ্যে দুজনের পরিচয় প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

চট্টগ্রামে জুস কারখানায় আগুন, সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের খুলশী এলাকায় সজীব জুস ফ্যাক্টরি নামে একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে লাগা এ আগুনে প্রায় ৬০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল বুধবার ভোর ৪টা ১৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আগুন নেভানো হয়। ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক আবদুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনিবলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভানোর জন্য কাজ শুরু করে। ভোর ৫টা ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও পুরোপুরি নেভানো হয় সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে। আগুন লাগার কারণে পাশে থাকা একটি আবাসিক ভবনের কিছু বাসিন্দা ধোঁয়ায় আটকা পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাদের উদ্ধার করেন। তিনি আরও জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে ৬০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেখান থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার মালামাল উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের টিম।

কম শুল্কের ডিমের আরেকটি চালান বেনাপোল বন্দরে

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫ শতাংশ শুল্কায়নে ভারত থেকে আমদানি করা ডিমের আরও একটি চালান এসেছে বেনাপোল বন্দরে। ডিম আমদানিতে এখন থেকে ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশে শুল্কায়ন করা হচ্ছে। এতে ডিমের দাম কমবে বলে জানিয়েছেন আমদানিকারকরা। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই শুল্ক সুবিধা পাবেন তারা। গত মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে আসা ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৪০টি ডিমের এ চালান আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশন গতকাল বুধবার কাস্টমস থেকে ছাড় করার কাজ করে বলে জানা গেছে। প্রতিটি ডিম আগে ১ টাকা ৯৬ পয়সা শুল্কায়ন করা হতো। শুল্ক কমানোয় এখন থেকে প্রতিটি ডিমে মাত্র ৭৬ পয়সা শুল্ককর পরিশোধ করতে হবে। এই শুল্কায়নে আমদানি করা নতুন চালানের ডিম বাজারে ৯ টাকার মধ্যে বিক্রি করার কথা। কাস্টমস হাউস সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ চালানে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ১১ লাখ ৫৯ হাজার ২০০টি ডিম আমদানি হয়েছে।

প্রায় ১০০ প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতা শূন্য,

৯১৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৩৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সবকটি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৫১৯ কোটি ৩১ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৪৬ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। সে হিসেবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ১৭২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে ২০ কার্যদিবস পর ডিএসইতে ৫০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো। টাকার অঙ্কে ডিএসইতে সব থেকে লেনদেন হয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ার। কোম্পানিটির ২১ কোটি ৪৬ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের ১২ কোটি ৯৪ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফারইস্ট নিটিং। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, মিডল্যান্ড ব্যাংক, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস, একমি ল্যাবরেটরিজ, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, টেকনো ড্রাগস ও ইসলামী ব্যাংক। অপর শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৩৩০ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৫টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৯টির এবং ১৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর

হতে অষ্টম) অব্যাহতি সুবিধা ৫০ শতাংশ ও পরবর্তী ২ বছর (নবম ও দশম) ২৫ শতাংশ কর অব্যাহতি সুবিধা পাবে। শর্তের মধ্যে রয়েছে-আয়কর আইনের সব বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে, প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ-এ নির্ধারিত সব শর্তাবলি পূরণ করতে হবে এবং পলিসিতে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে কোম্পানিগুলো পরিচালিত হতে হবে। ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে এ অব্যাহতি সুবিধা কার্যকর হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।

গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন: দুই

মো. ফারুক বলেন, লাশ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি শাহবাগ থানাকে অবগত করা হয়েছে।

অটোরিকশা অনুমোদন দেওয়ার দাবি

কমপক্ষে ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী চালককে কোটা দেওয়া। পেট্রোল পাম্পের মতো সরকারি অনুমোদনে এলাকাভিত্তিক চার্জিং স্টেশন তৈরি করা। রিকশাচালকদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্যে এনে রিকশা চালনার জন্য অনুমোদন কার্ড সরবরাহ করা। গণমুক্তি মঞ্চের প্রধান সমন্বয়ক সাকিব প্রত্যয়ের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন বি-স্ক্যানের সাধারণ সম্পাদক সালমা মাহ-বুব, টাইগার নিউ এনার্জি কো. লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জয়নাল আবেদিন জয় প্রমুখ।

দুই কার্গো এলএনজি

রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক্সেলারেট এনার্জি এলপি,ইউএসএ এর কাছ থেকে প্রতি এমএমবিটিইউ ১৪.৫৫ মার্কিন ডলার হিসেবে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার এমএমবিটিইউ এলএনজি ক্রয়ে ব্যয় হবে ৬৮৬ কোটি ৩৮ লাখ ৭৫ হাজার ২০০ টাকা। সভায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কোটেশন প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। পেট্রোবাংলা থেকে ১ কার্গো এলএনজি সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ ২৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করে। ৩টি প্রস্তাবই কারিগরি ও আর্থিকভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক্সেলারেট এনার্জি এলপি,ইউএসএ এই এলএনজি সরবরাহ করবে। প্রতি এমএমবিটিইউ ১৪.৬৫ মার্কিন ডলার হিসেবে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার এমএমবিটিইউ এলএনজি ক্রয়ে ব্যয় হবে ৬৬৯ কোটি ৫০ লাখ ৭৯ হাজার ৩০০ টাকা। অর্থাৎ ২ কার্গো এলএনজি ক্রয়ে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ৩৫৫ কোটি ৮৯ লাখ ৫৪ হাজার ৫০০ টাকা।

জনগণকে ভোটের সুযোগ দিলে

আওয়ামী লীগ, ভারতসহ কিছু চোর ডাকাত বিএনপিকে দেখতে পারে না। এজন্য তারা ইলেকশনকে ঠেকিয়ে রাখতে চাই। যাতে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে না পারে। তারেক রহমান যেন প্রধানমন্ত্রী হতে না পারে। বুধবার (৩০ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ কর্মজীবী দল গাজীপুর মহানগর এর উদ্যোগে আয়োজিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের গণহত্যা, লুটপাটের বিচার ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আল্লাহ তায়ালা বিএনপি ও তারেক রহমানকে মেনে নিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তা না হলে এত বড় পরিবর্তন হতো না। আল্লাহর ইশারায় এত বড় পরিবর্তন হয়েছে। বিএনপি, তারেক জিয়া, শহীদ জিয়া, বেগম জিয়াকে যারা ভালোবাসে তাদেরই দিন আসছে আগামী দিনে। সেজন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। এই ঐক্যই আমাদেরকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, অনতিবিলম্বে একটি নির্বাচন দিতে হবে। তার মানে এই নয় যে আগামী কালকে নির্বাচন দিতে হবে। আমরা রোডম্যাপের দাবি করেছি। কখন নির্বাচন দিবেন সময়টা তো আমাদেরকে জানতে হবে। সে সময়টা আমাদের বলেন দেশের জনগণ ভোট দেওয়ার আশায় বসে আছে । জনগণ ভোটের অধিকার থেকে ২০ বছর ধরে বঞ্চিত। জনগণের ঠিক করবে কে তাদের প্রতিনিধি হবে। সেই প্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা আবার দেশটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই। ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, শেখ হাসিনা যা বলতেন সেটি করতেন না। আর যা করতেন সেটি বলতেন না। মাইক ধরলে তিনি অশ্লীল বক্তৃতার রাণী ছিলেন। কাউকে কখনো সম্মান রেখে তিনি কথা বলেননি। আমার কাছে মনে হয়েছে এই মানুষটা যে এত বড় খুনি সেটি গত জুলাই-আগস্টের পতনের আগ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই নি।। ওই সময় নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু ১৬ বছর ধরে অনেক হত্যাকাণ্ড, ঘুম, নির্যাতন রয়েছে। এই এক মাসেরটা তাৎক্ষণিকভাবে সবার চোখে পড়েছে। বিশ্বের চোখে পড়েছে। তার পতন হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের যদি সুষ্ঠু বিচার করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে যে কেউ এরকম স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য অনতিবিলম্বে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের ন্যায্যত, আইনত বিচার করতে হবে। এইটা জনগণের দাবি। বিশ্বের দাবি। গণতন্ত্রকামি মানুষের দাবি। এটা ফেলে রাখা যাবে না। বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, আওয়ামী লীগের মতো এত বড় লুটপাটকারী সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনো আসেনি। সে তার বাপকেও হারিয়ে দিয়েছে। ৪০ হাজার বিরোধী নেতাকে শেখ মুজিব সাড়ে তিন বছরে হত্যা করেছে। শেখ হাসিনা তারইতো কন্যা। '৭২ সালে শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাত হিসেবে তখনই পরিচিতি পেয়েছে। সেই সময় গণকণ্ঠে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণে গণকণ্ঠসহ পত্রিকাগুলোকে তছনছ করে ফেলা হয়েছে। এরকম খুনি লুটপাটকারী পরিবার বিশ্বে নেই বললেই চলে। তিনি বলেন, দেশ থেকে পাচারকৃত টাকাগুলো ফেরত আনতে হবে। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে আমরা এটিকে সমর্থন জানিয়েছি। কিন্তু উদ্যোগ আর সমর্থন এটি বড় কথা নয়। এই টাকা জনগণের মেহনতের টাকা। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত আনতে হবে। সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, এ সরকারকে বিএনপি সমর্থন করে। তারেক রহমান সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। এ সরকারের ব্যর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। দেশবাসী আপনাদের পাশে আছে। কয়েকটা সিন্ডিকেট মানুষের টাকা অন্যায় ভাবে লুটে নিবে এটা হতে পারে না। সরকারকে এগুলো দূর করতে হবে এবং আরো শক্তিশালী হতে হবে। শক্ত ভূমিকা নিতে হবে। যেই হোক তাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করতে হবে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সরকার তো জনগণের সরকার। তাহলে এগুলো ভাঙতে অসুবিধা কোথায়। প্রয়োজনে আমরা নেমে পড়বো। চোর ধরা এত কঠিন কাজ নয়। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক লায়ন মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচা আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন, কর্মজীবী দলের সাধারণ সম্পাদক আলতাব হোসেন, বাগেরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম খান প্রমুখ।

হেঁটে যাচ্ছেন গন্তব্যেযানজটে নাকাল

থেকে যে ঘুরিয়ে অন্যদিকে যাব সেই সুযোগও নেই। কতক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হবে জানি না। বদিউর নামের এক পথচারী বলেন, কী বলব? আমাদের কী বলার আছে? সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের তো বলার কোনো জায়গা নেই। এখানে অবরোধের কথা তো জানি না। ধানমন্ডি থেকে পায়ে হেঁটে এ পর্যন্ত এসেছি। শনির আখড়া যাব। কোন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার পর বাস পাব তাও বলতে পারি না। শিক্ষার্থীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বেন না তারা। সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবস্থান নিয়ে অধিভুক্তি বিরোধী নানা স্লোগান দিচ্ছেন তারা। সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হচ্ছে ১. অনতিবিলম্বে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করতে হবে। ২. এই কমিশন বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করে ৩০ দিনের মধ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবে। ৩. স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো সেশনজট তৈরি হতে পারবে না। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন না হবে ততদিন সেশনজট যেন না হয় সেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে।

গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে

একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও মুমূর্ষু একজন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ছুরিকাঘাতে লেগুনাচালক নিহত

ইমনসহ কয়েকজন লেগুনা স্ট্যান্ডে গিয়ে চাঁদাবাজি করে আসছিল। গত মঙ্গলবার রাতে ইমনসহ কয়েকজন রামপুরা ব্রিজের পাশে বনশ্রী প্রবেশের মুখে লেগুনা স্ট্যান্ডে গিয়ে চাঁদা নেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা বাধা দিই। এ সময় তারা হাসানকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকে। আমি এগিয়ে গেলে তারা আমাকেও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে হাসানকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানান। নিহত হাসান পিরোজপুরের ভান্ডারীয়া উপজেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামের আলমগীর হাওলাদারের ছেলে। তিনি রামপুরা কুঞ্জবন এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।

টিসিবির জন্য তেল-চিনি

এই চিনি ২০২৫ সালের পবিত্র রমজান মাসে বিক্রি করা হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চিনি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ লাখ ৪৪ হাজার মে.টন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ১০ হাজার মেট্রিক টন ছোলা ক্রয়ের একটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডধারী ১ কোটি পরিবারের কাছে আসন্ন রমজান মাসে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে ১০ হাজার মে.টন ছোলা ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ২টি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। ২টি দরপ্রস্তাবই আর্থিক ও কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপ্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত রেসপনসিভ দরদাতা প্রতিষ্ঠান (১) ডিএসএল প্যাসিফিক প্রা.লি. অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪ হাজার মে.টন এবং (২) মেসার্স অস্ট-গ্রেইন এক্সপোর্ট প্রা.লি. এই ছোলা সরবরাহ করবে। এতে মোট ব্যয় হবে ১০১ কোটি ৯৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা। প্রথম দরদাতা ৪ হাজার মে.টন ছোলা সরবরাহ করতে সম্মত হয়। অবিশিষ্ট ৬ হাজার মে.টন ছোলা দ্বিতীয় দরদাতা সরবরাহ করতে সম্মতি প্রকাশ করে। প্রতি মেট্রিক টন ছোলার দাম ৮৪৯.৯৫ মার্কিন ডলার। টিসিবি'র গুদাম পর্যন্ত প্রতি কেজি ছোলার দাম দাঁড়াবে ১০৭.৩৯ টাকা। ওই ছোলা ২০২৫ সালের পবিত্র রমজান মাসে বিক্রি করা হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ছোলা ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার মেট্রিক টন। সভায় স্থানীয়ভাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৩২ লাখ ৬০ হাজার লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়ের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। টিসিবি কর্তৃক ৩২ লাখ ৬০ হাজার লিটার সয়াবিন তেল সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব চাওয়া হলে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১৬৩.২৫ টাকায় দরপ্রস্তাব দাখিল করে। টিইসি কর্তৃক দরপ্রস্তাবটি পরীক্ষা শেষে রেসপনসিভ হয়। দরপ্রস্তাবের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি কর্তৃক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতি লিটার ১৬৩.১৫ টাকা হিসেবে ৩২ লাখ ৬০ হাজার লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়ে ব্যয় হবে ৫৩ কোটি ১৮ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। স্থানীয় বাজারে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল গড় খুচরা মূল্য ১৬৭.৫০ টাকা। গত ২১ অক্টোবর তারিখ ২ কোটি ২০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হলেও তেল সরবরাহকারী কোনো প্রতিষ্ঠান দরপত্র ডকুমেন্ট ক্রয় করেনি। তাই জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

সাবেক কৃষিমন্ত্রী শহীদ ৪ দিনের

আদালত আবদুস শহীদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট রাজধানীর উত্তরায় রাইদা পরিবহনের চালক আলমগীর হোসেন গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় তার মা আলেয়া বাদী হয়ে গত ৬ অক্টোবর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে ২৯ অক্টোবর রাতে রাজধানীর উত্তরায় অভিযান চালিয়ে আবদুস শহীদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচিত হন আবদুস শহীদ। পরে তিনি কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ওই আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

শিবিরের আত্মপ্রকাশের খবরে

গণহত্যার দায় তারা অস্বীকার করতে পারে না। আশির দশকেও ছাত্রশিবির একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিকৃষ্টতম কার্যক্রম চালিয়েছে। এখন আবারও তারা পুনর্বাসিত হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আমরা বারবার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে প্রতিহত করে এসেছি। যার ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছাত্রশিবিরকেও এদেশের ছাত্র-জনতা মেনে নেবে না। ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি অমর্ত্য রায় বলেন, ১৯৭১ এবং ২০২৪, এই দুই সালকে যারা অস্বীকার করবে তাদের কখনোই জনগণ ক্ষমা করবে না। আজকে দেখলাম, শিবির যে প্রেস রিলিজ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে মিথ্যাচার করেছে। কবির, দিপু হত্যা, হুটহাট সশস্ত্র আক্রমণ এগুলো নিয়ে শিবির কখনও ক্ষমাপ্রার্থী হয় না। ছাত্রশিবিরকে কোনোদিন দেখিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আন্দোলন করতে, কোনোদিন কি তারা শ্রমিক হত্যা নিয়ে আন্দোলন করেছে? তারা সব সময় শাহবাগ আর শাপলা চত্বর ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। এরকম বিভাজনের রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ। যে রাজনৈতিক দলের হাতে রক্তের দাগ রয়েছে সেই সংগঠনকে রাজনীতি করতে হলে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে হবে। সেটি সামাজিক বিচারও হতে পারে, আইনি বিচার হতে পারে। এজন্য ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের ক্যাম্পাসে আসতে হবে।

প্রকাশ্যে সুস্থ রাজনীতির চর্চা চায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: এদিকে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে ও সুস্থ চর্চার মতাদর্শিক লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক মাঠেই সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা। গতকাল বুধবার সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে প্রাপ্ত নতুন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশের সব ক্ষেত্রে সংস্কার অতি আবশ্যকীয়। পুরোনো ঘুণে ধরা রাজনৈতিক কাঠামো থেকে বের হয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য এখন প্রয়োজন চলমান রাজনৈতিক চর্চাসমূহের মৌলিক সংস্কার। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে জাতীয় ঐক্য গঠন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ফ্যাসিস্টবিরোধী সব রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক অংশীজনের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যে কোনো রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের অমীমাংসিত ঘটনা এবং রাজনৈতিক তর্কসমূহ সর্বাঙ্গের আলোচনা সাপেক্ষে সমাধানের আগেই তাদের নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটলে স্বভাবতই তা নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মনে করে ক্যাম্পাসে চলমান রাজনৈতিক ধোঁয়াশা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ নিরসনে স্বচ্ছ ও সহনশীল রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা প্রয়োজন। ছাত্রলীগকে ফ্যাসিস্ট সংগঠন আখ্যা দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্নস্থানে আমরা ফ্যাসিস্ট সংগঠন ছাত্রলীগকে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে গুপ্ত রাজনীতির অন্ধকার মাধ্যমকে বেছে নিতে দেখছি। আমরা বিশ্বাস করি নতুন ফ্যাসিস্টবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুপ্ত রাজনীতির কোনো সুযোগ নেই। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রকাশ্য পরিচয় ও সুস্থ চর্চার মতাদর্শিক লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক মাঠেই সংগঠনগুলোর মূল্যায়ন হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মুক্তচর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীবান্ধব ও উদার রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

নোয়াখালীতে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৭

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ইব্রাহিম মাসুম (২৭) নামের ছাত্রদলের এক নেতা গুলিবিদ্ধ হন। আহত হন আরও ছয় জন। ছাত্রদলের আহত নেতাকে নোয়াখালীর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত উপজেলার আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের মহেশপুর ও কাচিহাটা সর্দার দিঘির পাড় এলাকায় কয়েক দফায় পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মগত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশপুরে জামায়াতের সমর্থক মো. সোহেলকে (৪০) ছাত্রদলের একদল কর্মী মারধর করেন। এ ঘটনার পর বিকালে শিবির কর্মী মো. রাশেদের ওপরও হামলা চালান ছাত্রদলের কর্মীরা। এর জেরে শিবিরের একদল কর্মী ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁচিহাটা সর্দার দিঘির পাড় এলাকায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালান। এ সময় কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। এ ঘটনায় ছাত্রদলের ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মাসুম পায়ে গুলিবিদ্ধসহ কমপক্ষে পাঁচ জন আহত হন। আমানউল্যাহপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মাসুমবলেন, দুপুরের দিকে একই এলাকার মো. সোহেলকে ইয়াবা সেবনকালে ছাত্রদলের কয়েকজন হাতেনাতে আটক করেন। এ সময় এলাকার মুরব্বিরা তাকে হালকা মারধর করে তার পরিবারের কাছে সোপর্দ করেন। তিনি বলেন, সোহেল একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন। গত ৫ আগস্টের পর তিনি স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করেন। যে কারণে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা তার পক্ষ হয়ে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অতর্কিত ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালান। বেগমগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আবু জাহের বলেন, ছাত্রদলের কর্মীরা ৫ আগস্টের পর থেকে আমানউল্যাহপুরে আমাদের অনেক নেতাকর্মীকে মারধর করেছেন। বিনা কারণে মারধর করা হয় জামায়াতের সমর্থক মো. সোহেল ও শিবির কর্মী মো. রাশেদকে (২৪)। হামলায় রাশেদ অচেতন হয়ে যান। আমাদের কর্মীরা যখন রাশেদের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত, তখন তৃতীয় কোনো একটি পক্ষ ছাত্রদলের নেতা মাসুমের ওপর হামলা করে। তবে তারা শিবিরের কিনা, আমি এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি। বেগমগঞ্জ থানার ওসি লিটন দেওয়ান বলেন, আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নের কাচিহাটা বাজারে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদলের একজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা শুনেছি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

রাঙামাটিতে পর্যটক ভ্রমণে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটিতে পর্যটক ভ্রমণে সব ধরনের বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার থেকে এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাঙামাটির সব পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণ করা যাবে। গতকাল বুধবার নিজ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান। এদিকে, নভেম্বর মাসে হোটেল মোটেলে ৩০ ভাগ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছেন রাঙামাটি আবাসিক হোটেল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন সেলিম। গত মাসের ১৮ তারিখ থেকে পাহাড়ে সহিংসতার জেরে তিন দফায় ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত রাঙামাটির পর্যটন কেন্দ্র সাজেকে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করা হয়। পরে পাহাড়ের সার্বিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তিন পার্বত্য জেলায় ৮ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানায় স্থানীয় প্রশাসন।

পদ্মায় ইলিশ ধরায় ৬ জেলের জরিমানা, ৬৭ হাজার মিটার জাল ধ্বংস

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার শিবচরে পদ্মানদীতে অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ছয় জেলেকে আটক করে জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া এ সময় ৬৭ হাজার মিটার জাল ও ৮০ কেজি ইলিশ জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল থেকে গতকাল বুধবার ভোর পর্যন্ত চলে এ অভিযান। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্র জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার সকালে অভিযান শুরু হয়। পদ্মানদীর বিভিন্ন স্থানে জেলেদের পেতে রাখা ৬৭ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয়। পরে জালগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া মাছ ধরতে থাকা অবস্থায় আটক করা হয় ছয় জেলেকে। এ সময় জেলেদের নৌকা থেকে ৮০ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। আটক ছয় জেলেকে পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। আর জব্দ করা ইলিশ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফেরদৌস ইবনে রহিম বলেন, আমরা অভিযান চালিয়ে জেলেদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছি। নদীতে একাধিক টিম অভিযান চালাচ্ছে। মৎস্য অফিস, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, নৌপুলিশ এবং জেলা মৎস্য অফিসও পদ্মায় অভিযান চালাচ্ছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম হওয়ায় ১৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২২ দিন নদীতে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। এ সময় ইলিশ আহরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ ও বিনিময় নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী জেলেদের সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

মেহেরপুরে অসুস্থ মাকে দেখে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরে হাসপাতালে অসুস্থ মাকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল হালিম (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার ছোট বোন পলি খাতুন (২৫)। তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গতকাল বুধবার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত আবদুল হালিম মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের শিশিরপাড়া এলাকার মৃত আবদুল মান্নানের ছেলে। মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুরের একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন মাকে দেখে ভাই-বোন মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মধ্যে আমঝুপি উত্তরপাড়ার সেকেন্দার আলীর গোডাউনের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে পশু খাদ্যের বস্তাসহ আসা অপর একটি মোটরসাইকেল ওভারটেক করে। এ সময় বস্তায় টান লেগে হালিমের মোটরসাইকেলটি পাকা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। এতে আবদুল হালিম ও তার ছোট বোন পলি খাতুন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে আবদুল হালিমের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন চিকিৎসক। সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মেহেরপুর জেলা আ. লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলমকে গ্রেপ্তার করেছে অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)- ১২। গত মঙ্গলবার রাতে র‍্যাবের পৃথক দুটি টিম দুজনের বাড়িতে আলাদা অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক গাংনী উপজেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান এবং অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ২০০৯ সালে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। র‍্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করার জন্য তারা দুজন নিজ নিজ বাড়িতে আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের পরে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গাংনী থানার সূত্র জানান, গতকাল বুধবার তাদের ১৬১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান এমএ খালেক গা ঢাকা দিলেও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একে এম শফিকুল আলম বাড়িতেই ছিলেন।

বাগেরহাটে জমি নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের কচুয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে পলাশ শেখ (৩৬) নামের এক যুবককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আপন মামা আবদুর রব, কবির ও তাদের লোকজনের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ফতেপুর বাজারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত পলাশ শেখ কচুয়া উপজেলার চন্দ্রপাড়া গ্রামের আফজাল শেখের ছেলে। অভিযুক্ত সাবেক সেনা সদস্য আবদুর রব চন্দ্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও কচুয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি। কবির হোসেন স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। নিহত পলাশের মা হেলেনা বেগম বলেন, জাল দলিল করে বাবার বাড়িতে পাওয়া আমার প্রায় দেড় বিঘা জমি দখলে নেন ভাই আবদুর রব ও কবির। এই জমি ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে ভাইদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলছিল। কয়েকদিন আগে জমি ফেরত চাইলে রব ও কবির আমার ছেলে পলাশকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেন। গত মঙ্গলবার স্থানীয় শিমুল কয়েক বার ফোন করে, কুমারগাড়িয়া ঘেরের (সরকারি জমিতে দখল করা ঘের) ভাগের টাকা দেওয়ার কথা বলে ডেকে নেয়। পরে আমারে ছেলেকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে রব ও কবিরের লোকজন। আমার ছেলেকে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের তাদের ফাঁসি চাই। পলাশের বোন সালাম বেগম বলেন, রব ও কবির এই জমি নিয়ে আগেও আমার ভাই ও মাকে কয়েক বার মেরেছে। রব, কবির ও আকবরের নেতৃত্বে আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে। এ হত্যার বিচার চাই। পলাশের স্ত্রী রিমা বেগম বলেন, আমার তিনটা ছেলে-মেয়ে। আমার বাবা-মা নেই, শ্বশুর-শাশুড়ি বৃদ্ধ। একটু জমির জন্য আপন ভাগ্নেকে মেরে ফেলল এখন কোথায় যাব। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর রব ও কবির এলাকায় অশান্ত সৃষ্টি করে ফেলেছে। এমন কোনো অপরাধ নেই তারা করে না। কচুয়ার মানুষের শান্তির জন্য তাদের এখনই থামানোর দাবি জানাই। কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মনি শংকার পাইক বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে মৃত অবস্থায় একজন রোগী নিয়ে আসা হয়েছিল। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। কচুয়া থানার ওসি মো. রাশেদুল আলম বলেন, হত্যার কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু হয়েছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উৎসব দীপাবলি (কালীপূজা) উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে কাস্টমস হাউজ ও বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে। সেই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী পারাপারও চলবে। শনিবার সকাল থেকে পুনরায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে। বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দীপাবলি উপলক্ষে ভারতের পেট্রাপোল ব্যবসায়ীরা সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখবেন। মূলত গতকাল বুধবার বিকেল থেকেই ভারতের পেট্রাপোল বন্দর ও কাস্টমসের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তারা। তবে ওইদিন যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে। বেনাপোল বন্দর ও কাস্টমসে কাজ চলবে। শনিবার সকাল থেকে পুনরায় আমদানি-রপ্তানি চালু হবে। বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবীর তরফদার বলেন, ভারতে দীপাবলি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কোনো পণ্য আমদানি-রপ্তানি হবে না। তবে বন্দর ও কাস্টমসের সব কার্যক্রম চালু থাকবে। ভারত থেকে আমদানি পণ্য নিয়ে আসা খালি ট্রাক ফেরত যাওয়ার জন্য চেকপোস্ট কার্গো শাখা খোলা থাকবে। সেই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। দেশের অর্থনীতিতে বেনাপোল বন্দরের ভূমিকা অপরিসীম। ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ৯০ ভাগই আসে এ বন্দর দিয়ে। মাত্র সাতদিনের এলসিতে পণ্য আনা যায়। বেনাপোল চেকপোস্ট থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ৮১ কিলোমিটার। আড়াই ঘণ্টায় চলে আসা যায় চেকপোস্টে। সে কারণে আমদানিকারকরা পণ্য আমদানির জন্য বেনাপোল বন্দর ব্যবহার করে থাকেন।

গাইবান্ধায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় জুয়েল মিয়া (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। জুয়েল মিয়া সিএনজি অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন। গত মঙ্গলবার রাতে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কের ঢোলভাঙ্গার ঝিলবান্ধা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিতহ জুয়েল মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের বোডবাজার এলাকার বাবলু মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, জুয়েল মিয়া সিএনজি অটোরিকশায় চেপে তার গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ট্রাক্টর সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে জুয়েল গুরুতর আহত হন। এরপর তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টু বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ভুক্তভোগীর স্বজনদের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সাতক্ষীরা আদালতে ৩৪ জন আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও এর অধীনস্থ আদালত এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৩৪ জন সরকারি কৌঁসুলি (পিপি), অতিরিক্ত পিপি, এপিপি, জিপি ও এজিপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের উপ সলিসিটর সানা মো. মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট শেখ আবদুস সাত্তার, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট শেখ আলমগীর আশরাফ এবং সরকারি কৌঁসুলি-জিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট অসীম কুমার মণ্ডল। এ ছাড়া ১৪ জনকে অতিরিক্ত পিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এরা হলেন- অ্যাডভোকেট তোজাম্মেল হোসেন তোজাম, অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান ভুট্টো, অ্যাডভোকেট মোস্তফা জামান, অ্যাডভোকেট গোলাম গণি দুদু, অ্যাডভোকেট এবিএম ইমরান শাওন, অ্যাডভোকেট আরিফুর রহমান আলো, অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দীন, অ্যাডভোকেট শিহাব মাসউদ সাচ্চু, অ্যাডভোকেট শেখ আবু সাঈদ রাজা, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম (৩), অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম (৫), অ্যাডভোকেট আবদুল জলিল, অ্যাডভোকেট সাঈদুর রহমান সাঈদ ও অ্যাডভোকেট আবু বকর সিদ্দিক। ১২ জন এপিপি হলেন- অ্যাডভোকেট উম্মে হাবিবা রূপা, অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট এসএম আজিজুল হক, অ্যাডভোকেট শাহানা ইমরোজ, অ্যাডভোকেট তারিক ইকবাল অপু, অ্যাডভোকেট শাহাদাত হোসেন (৪), অ্যাডভোকেট শেখ মাহমুদুল হাসান জিকো, অ্যাডভোকেট ফাতিমা ফারজানা ফেরদৌসি, অ্যাডভোকেট মো. শহিদুল ইসলাম (২), অ্যাডভোকেট মো. সাইফুজ্জামান মিঠু, অ্যাডভোকেট মো. হুমায়ুন কবির ও অ্যাডভোকেট বিএম মিজানুর রহমান মিন্টু। এছাড়া পাঁচজন এজিপি হলেন- অ্যাডভোকেট জিএম ফিরোজ আহমেদ, অ্যাডভোকেট মেহেদী হাসান, অ্যাডভোকেট শেখ আলাউদ্দীন, অ্যাডভোকেট হাসনাত মনির ও অ্যাডভোকেট মো. আবদুর রাজ্জাক (২)।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩ দাবি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বাতিল করে ৭ কলেজ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করাসহ ৩ দাবি জানিয়ে আন্দোলন করবেন সরকারি তিতুমীর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার দুপুরে কলেজের সামনের ফটকে সড়ক ব্লক করে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবির কথা তুলে ধরেন তিতুমীর ঐক্য মূল কমিটির সদস্য রয়েল ইসলাম রানা। তিনি বলেন, ২৪'র জুলাই বিপ্লবের ছাত্রজনতার ঐতিহাসিক বিজয়ের অর্জনে মহান আত্মত্যাগ ও শহীদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। জুলাই বিপ্লবের স্বপ্ন ছিল একটি বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ ও দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করা। তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'কলেজ' উল্লেখ না করে বলেন, 'তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়' সাবেক, বর্তমান ও নবীনদের প্রাণের দাবি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি রাষ্ট্রের অন্যতম জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। যেখানে রাষ্ট্র বিনির্মাণে জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চা করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে তা রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। রয়েল ইসলাম রানা আরও বলেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাতটি বছর ঢাবির অধিভুক্ত থাকা অবস্থায় ঢাবি গুণগত মানসম্পন্ন ও দক্ষতাভিত্তিক যে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল এবং আমরা যে মানের উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাশা করেছিলাম- তার অধিকাংশই পূরণ হয় নাই। আমরা এটিও উপলব্ধি করেছি, আমরা যে গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখি তা স্বতন্ত্রভাবে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই, সরকারি তিতুমীর কলেজকে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের কোনো বিকল্প নাই। তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য ১৯৯৭-২০২৪ প্রায় তিন যুগ ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম চলমান জানিয়ে তিতুমীর ঐক্য মূল কমিটির সদস্য বলেন, ঢাকা উত্তর নগরীতে উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতের লক্ষ্যে আজ সরকারি তিতুমীর কলেজকে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটির নাগরিক জীবন উন্নতীকরণ হতে শুরু করে দেশের শিক্ষা খাতে জিম্মি ব্যবস্থা ভাঙতে, উচ্চ শিক্ষার হার উন্মুক্তের লক্ষ্যে আজ তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা দেখা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার বেকার তৈরির কারাখানা বন্ধ করে বাস্তবসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি রাষ্ট্রকে উপহার দিতে পারে। তারই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭, ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪ এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালে রাষ্ট্রের কাছে বারবার দাবি জানিয়ে আসছে তিতুমীরিয়ানরা। রানা আরও বলেন, সর্বশেষ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা শুধু তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে নয় বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টাসহ দায়িত্ববান সবার কাছে ১৪ পৃষ্ঠার স্মারকলিপিসহ ফাইল হস্তান্তর করি। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল জায়গা থেকে কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। তারই ফলশ্রুতিতে ৩ দফা দাবি নিয়ে তিতুমীর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ৭২ ঘণ্টা সময় বেধে দিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এর মধ্যে সরকারি তিতুমীর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাষ্ট্র কোনো যোগাযোগ না করেই সাত কলেজ সংস্কারের জন্য নতুন কমিটি ঘোষণা করে। যা তিতুমীরিয়ানদের ব্যথিত করে এবং তিতুমীরিয়ানরা তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কমিটি গঠনের ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও তারা তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের ৩ দফা দাবি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় শিক্ষার্থীর এই কমিটিকে 'টাইম আউট' বলে ঘোষণা করে। তিন দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক- তিতুমীর ঐক্যের ব্যানারে গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় কলেজের প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করার পর রাস্তা ছেড়ে দেন তারা। এর আগে মিছিল করেন তারা। তারপর ঘোষণা আসে দিন দফার। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বাতিল করে ৭ কলেজ থেকে তিতুমীর কলেজকে পৃথক করতে হবে; তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের লক্ষ্যে কমিশন গঠন করতে হবে; ও তিতুমীরকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। তিতুমীর ঐক্যের ব্যানার থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, ৩ দফা আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে বাধ্য হয়ে আগামী রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা ঐতিহাসিক 'বারাসাত ব্যারিকেড টু মহাখালী' কর্মসূচি পালন করা হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরও মনে করে, ৭ কলেজ সংস্কার প্রত্যাশী নামে যে বা যারা সরকারি তিতুমীর কলেজের নাম ব্যবহার করছে তারা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করছে। এখানে সরকারি তিতুমীর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের বা ক্যাম্পাসের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সরকারি তিতুমীর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের এবং তাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠানের নাম জড়ানোর জন্য তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন শিক্ষার্থীরা।

রেলের ১৫ কোটি টাকার কাজে ১৪ কোটিই পরামর্শক ব্যয়

স্টাফ রিপোর্টার : রেলের একটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা। প্রকল্পটিতে শুধু পরামর্শক খাতেই ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় বড় অংকের ব্যয় পরামর্শক খাতে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। বাংলাদেশ রেলওয়ের একাডেমি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় এ প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে রেলওয়ের দাবি, প্রকল্প বাস্তবায়নে ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং মডিউলের উন্নত সংস্করণ, ডিজিটালাইজেশন, কর্মশালা প্রশিক্ষণ ইউনিট তৈরি, সব অবকাঠামোর আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ডিটেইল ডিজাইন করা ও প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করতে পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। বর্তমান বাজারদর বিশ্লেষণ করে পরামর্শক সেবার ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পরামর্শক ব্যয় পুনঃপর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন সরকার বলেন, 'পরিকল্পনা কমিশনে বাংলাদেশ রেলওয়ে একাডেমি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের ওপর একটি পিইসি (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) সভা করেছি। সভা শেষে পরিকল্পনা কমিশন কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সেটার আলোকেই কাজ করা হবে। ১৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ১৪ কোটি টাকা পরামর্শক ব্যয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের প্রস্তাব মাত্র।

সম্পাদকীয়

স্বাভাবিক হচ্ছে না পরিস্থিতি

বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে

চাল, তেল, চিনি, পেঁয়াজ, আলু ও ডিম আমদানিতে শুল্কছাড় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে তদারকি, গঠন করা হয়েছে টাস্কফোর্স। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করছে। তারপরও স্বাভাবিক হচ্ছে না বাজার। মূল্য কমাতে ছয় পণ্যের শুল্কছাড় করা হলেও এর মধ্যে কেবল ডিমের দাম কিছুটা কমেছে। এদিকে বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে তিনটি পণ্যের দাম কমলেও চাল, ডাল, ময়দা, ভোজ্যতেল, চিনি, আদা ও দেশি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। ফলে বাড়তি দরেই নিত্যপণ্য কিনতে হচ্ছে ক্রেতাকে। অবশ্য সাত দিনের ব্যবধানে একাধিক পণ্যের দাম বাড়লেও তদারকি জোরদারের কারণে কয়েকটি পণ্যের দাম কমেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশ, বিগত সরকারের শেষদিকে টানা দুই বছর ছয় মাস ধরে ভোক্তার মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশি মাত্রায় বেড়েছে। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও যেতে হচ্ছে সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। এ সরকারের প্রথম দুই মাসেও আয়ের চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে বেশি। ফলে দুই বছর আট মাস ধরে মজুরির চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে খরচের চেয়ে আয় কম হওয়ায় ভোক্তাকে একদিকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছে, অন্যদিকে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে আপোশ করে খরচ কাটছাঁট করতে হয়েছে। এতে খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন খাতে ভোক্তার খরচ কমেছে। ফলে ভোক্তার ভোগ কমেছে। সমস্যাগুলো বিগত সরকারের আমলে সৃষ্টি হলেও তা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রধানত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো হলো-টাকার প্রবাহ হ্রাস, শুল্ক কমানো, সুদের হার বৃদ্ধি এবং বাজার তদারকি জোরদার। এ ছাড়া আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কেন তার কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। বস্তুত সরকারকে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়। বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে। বাজারে যে চেইন রয়েছে, তা ভাঙতে হবে; উৎপাদক বা আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা এই তিন পর্যায় রাখতে হবে। এ ছাড়া পণ্যের দাম কমাতে শুধু শুল্কছাড় যথেষ্ট নয়, বাজার কঠোরভাবে মনিটর করাও প্রয়োজন। পণ্যের দাম কমাতে সরকার যেসব সুবিধা দিচ্ছে, তা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তা না হলে বরাবরের মতো ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন, ক্রেতারা হবেন বঞ্চিত। এছাড়া কেউ যাতে বাজারে কারসাজি করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাজারে কোথায় ও কীভাবে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নিতে হবে।

বাজারে যে চেইন রয়েছে, তা ভাঙতে হবে; উৎপাদক বা আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা এই তিন পর্যায় রাখতে হবে। এ ছাড়া পণ্যের দাম কমাতে শুধু শুল্কছাড় যথেষ্ট নয়, বাজার কঠোরভাবে মনিটর করাও প্রয়োজন। পণ্যের দাম কমাতে সরকার যেসব সুবিধা দিচ্ছে, তা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তা না হলে বরাবরের মতো ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন, ক্রেতারা হবেন বঞ্চিত। এছাড়া কেউ যাতে বাজারে কারসাজি করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাজারে কোথায় ও কীভাবে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নিতে হবে

সড়কে ৭৩ হাজার অনুপযোগী গাড়ি সংস্কার জরুরি

সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা এখন যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনন্দিন পত্রিকার পাতা খুললেই তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত ঘটার পরেও কাঙ্খিল কোনো সমাধান মিলছেই না। বরং দিন দিন সড়কে মানুষের তাজা প্রাণ ঝরেই যাচ্ছে। সড়কে এমন দুর্ঘটনা ঘটার পিছনে রয়েছে অনেক গুলো অসচেতনতা। এই অসচেতনতা নির্মূলে সরকার কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে আছে সংশয়। সম্প্রতি পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, ঢাকাসহ সারা দেশে ২০ এবং ২৫ বছরের ৭৩ হাজার ৫৭টি পুরোনো গণ ও পণ্য পরিবহনের গাড়ি চলাচল করছে। সরকারের মোটরযান স্ক্যাপ নীতিমালার খসড়া অনুযায়ী এসব গাড়ি সড়কে চলাচলের অনুপযোগী। সরকারের মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতিমালার খসড়া অনুযায়ী, বাস ও মিনিবাসের চলাচলের মেয়াদ ২০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। পণ্য পরিবহনের গাড়ির আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ বছর। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০ বছরের পুরোনো মোট বাস এবং মিনিবাস আছে ৩৫ হাজার ৭৮২টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে বাস আছে আট হাজার ১৩২টি এবং মিনিবাস ছয় হাজার ৪৭৮টি। ঢাকা মহানগরের বাইরের সব সার্কেলে বাস আছে সাত হাজার ৭০৪টি এবং মিনিবাস আছে ১৩ হাজার ৪৬৮টি। এ ছাড়া ২৫ বছরের পুরোনো মোট ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এবং ট্যাংকার আছে ৩৭ হাজার ২৫৭টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে ট্রাক আছে পাঁচ হাজার ৯৫৮টি, কাভার্ড ভ্যান ১৪৯টি, ট্যাংকার ২৮২টি। ঢাকা মহানগরের বাইরের সব সার্কেলে ট্রাক আছে ২৯ হাজার ২১টি, কাভার্ড ভ্যান ৩৫৫টি এবং ট্যাংকার এক হাজার ৫১০টি। সড়ক পরিবহণ আইনের ৩৬ ধারায় যানবাহনের আয়ুষ্কাল বা 'ইকোনমিক লাইফ' নির্ধারণের বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এর কোনো বাস্তবায়ন নেই। ২০২৩ সালের মে মাসে বিআরটিএ এক প্রজ্ঞাপনে বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও ট্যাংকারের ইকোনমিক লাইফ নির্ধারণ করে দেয়। অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের কথা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকলেও সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি সংস্থাটি। বরং একই বছরের আগস্টে প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুরোনো এসব মোটরযান চলাচলের কারণে সড়কে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে এবং পুরোনো গাড়ি থেকে নির্গত অতিরিক্ত কালো ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ বাড়ছে। মাত্রাতিরিক্ত যানজটের পেছনেও এসব পুরোনো গাড়ি চলাচল দায়ী। দেশের যানজট নিরসন এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চাইলে সড়কের মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। এই বিষয়ে প্রশাসন এবং বিআরটি'এর যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ওই সমস্যা সমাধানে আসবে বলে আমরা মনে করছি। ওই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন সরকার এটাই সবার প্রত্যাশা।

পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুরোনো এসব মোটরযান চলাচলের কারণে সড়কে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে এবং পুরোনো গাড়ি থেকে নির্গত অতিরিক্ত কালো ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ বাড়ছে। মাত্রাতিরিক্ত যানজটের পেছনেও এসব পুরোনো গাড়ি চলাচল দায়ী। দেশের যানজট নিরসন এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চাইলে সড়কের মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে

রোহিঙ্গা সংকট: বাংলাদেশের ভূমিকা ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব

ড. মতিউর রহমান

২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পালিয়ে আসা এক বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট সৃষ্টি করে। এই শরণার্থী স্রোত বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশ, মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে, বিশাল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিলেও, এতে দেশটির সীমিত সম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর চাপ পড়েছে। একইসঙ্গে, এই সংকট বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থানকে জটিল করে তুলেছে এবং দেশের সামগ্রিক সামাজিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। রাখাইন রাজ্যের এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমার সরকার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতার কারণে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়, যার ফলে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই কলঙ্কজনক ঘটনাটি মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অর্থনৈতিক ও উন্নয়নগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকটের মুখে মানবতার স্বাক্ষর রেখেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। কক্সবাজারে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির স্থাপিত হলেও, সীমিত সম্পদ ও অবকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তবুও, বাংলাদেশের এই মানবিক পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘ, এনজিও ও দাতাগোষ্ঠীগুলি মানবিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে ঠিকই, কিন্তু এর বোঝা মূলত বাংলাদেশের ওপরই পড়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলিতে খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সীমিত সম্পদসম্পন্ন বাংলাদেশের কাঁধে চাপ সৃষ্টি করেছে। এই মানবিক দায়িত্ব পালন করে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও, ক্রমবর্ধমান জটিলতা এই সংকট মোকাবিলাকে আরও কঠিন করে তুলছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর উপস্থিতি স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরের কারণে সীমিত সম্পদ ও সুযোগের জন্য স্থানীয়দের সাথে তাদের প্রতিযোগিতা বাড়ছে, যা সামাজিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করছে। এই পরিস্থিতি স্থানীয় অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করেছে, এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিকভাবে, এই সংকট সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে রোহিঙ্গা সংকটের কারণে একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে এত বড় একটি রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলিতে উগ্রপন্থীদের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা এবং এ অঞ্চলের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা জনগণকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ফলে, শিবিরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।

শরণার্থী শিবির স্থাপনের ফলে পরিবেশগত ক্ষতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। শিবির নির্মাণের জন্য ব্যাপক হারে বন উজাড়ের ফলে ভূমিক্ষয় ও ভূমিধসের ঝুঁকি বেড়েছে, যা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণ উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে অঞ্চলের কৃষি ও জীবিকা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হলেও, দেশটি একটি জটিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জালে আটকে পড়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বারবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হয়েছে এবং মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। মিয়ানমার সরকারের সাথে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, শরণার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা না দেওয়ায় প্রত্যাবাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই অবস্থা বাংলাদেশকে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। রোহিঙ্গা সংকটের ভূ-রাজনৈতিক মাত্রা আরও জটিলতর হয়ে উঠেছে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার দুই শক্তিশালী দেশ, চীন এবং ভারত, মিয়ানমারের সাথে তাদের গভীর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের কারণে সংকটের বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নিচ্ছে। বাংলাদেশকে এই আঞ্চলিক কূটনৈতিক জালে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতে হচ্ছে, যেখানে একদিকে নিজের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে মিয়ানমারের সাথে তৈরি হওয়া মানবিক সংকটের সমাধানেও কাজ করতে হচ্ছে। যদিও জাতিসংঘ মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ, তবুও রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, ফলে এই সংকট আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট কেবল মানবিক সংকটই নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এর জটিল প্রভাব পড়েছে। প্রাথমিকভাবে, রোহিঙ্গাদের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতির কারণে সরকারের মানবিক প্রচেষ্টা জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সংকটের দীর্ঘস্থায়ী হওয়া এবং এর সমাধানে সুস্পষ্ট কোনো পথ না দেখা যাওয়ায় জনমত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। বিরোধী দলগুলো সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে আসছে। তারা দাবি করছে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা না পাওয়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদী এই চাপ সামলাতে বাংলাদেশের ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করেছে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর দীর্ঘদিনের উপস্থিতি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। শরণার্থী শিবিরগুলো মানব পাচার, মাদক চোরাচালান এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠার আশঙ্কা রয়েছে, যা সরকারকে অস্থিরতা মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। এছাড়া, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো শিবিরগুলিতে প্রবেশ করে তাদের কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করতে পারে, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য আরও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শরণার্থী শিবিরগুলিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। যদিও এই পদক্ষেপ নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলো আশঙ্কা করছে যে এটি শরণার্থীদের স্বাধীনতা সীমিত করতে পারে এবং তাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত অন্ধকারে ঢাকা। বাংলাদেশের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, মিয়ানমার সরকারের সহযোগিতা ছাড়া তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে বাংলাদেশের দায়িত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সংকটের সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, কূটনৈতিক চাপের মাধ্যমে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য অনুপ্রাণিত করা জরুরি। পাশাপাশি, তৃতীয় দেশগুলোতে শরণার্থী পুনর্বাসনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে, যা বাংলাদেশের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা করতে পারে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে এটি অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক সমস্যা। সংকটের সমাধানের জন্য সরকারকে মানবিক দায়িত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সমন্বয় করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য মিয়ানমারকে তার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদে প্রত্যাবাসনের জন্য বাধ্য করা অত্যন্ত জরুরি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশের সহায়তায় মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে পারে। চীন ও ভারতের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ়? করা প্রয়োজন, যাতে তারা মিয়ানমারের ওপর প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে।

মিয়ানমার, বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, যেখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকবে। এমন একটি মডেল তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যাবাসনের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা থাকবে। বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ এবং অবকাঠামো বিবেচনায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে পারে। কিছু দেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন করতে রাজি হয়েছে, তবে তা পর্যাপ্ত নয়। সরকারের পক্ষ থেকে একটি কার্যকর পুনর্বাসন মডেল তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে শরণার্থীদের তৃতীয় দেশে স্থানান্তর করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিশ্চিত করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে পারে, যেখানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, মাদক পাচার, মানব পাচারের মতো অপরাধমূলক কার্যক্রমগুলো কঠোরভাবে দমন করা হবে। একইসাথে, শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে, তবে তাদের জীবনমান উন্নত করার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

কক্সবাজার অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শরণার্থীদের মধ্যে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনের জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। স্থানীয় জনগণকে সহায়তা করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হবে। এতে শরণার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সম্পর্ক উন্নত হবে এবং সামাজিক উত্তেজনা কমবে। শরণার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা হিসেবে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য স্কুল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা গেলে তারা স্বনির্ভর হতে পারবে। এতে শরণার্থী শিবিরের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং তারা সমাজের জন্য সহায়ক সদস্য হতে পারবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সমর্থন আদায়ের জন্য কৌশলগত প্রচেষ্টা চালাতে পারে। আঞ্চলিক শক্তি যেমন সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক), আসিয়ান (অঝঊঅঘ), এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে, যাতে তারা এই সমস্যার একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

শরণার্থী এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার ঘটিয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়ন সম্ভব। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে এই এলাকাগুলোর ওপর শরণার্থীদের প্রভাব কিছুটা হলেও কমানো যাবে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল মানবিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসহ যেকোনো সরকারের সামনে এটি একটি জটিল পরিস্থিতি, যা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। রোহিঙ্গা সংকট কেবল বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গুরুতর বৈশ্বিক সংকট যা সমগ্র মানবতার জন্য হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই সংকটের মূল কারণ মোকাবেলা এবং একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও ব্যাপক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই সমাধান না হলে এই সংকটের সমাজ-রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকবে, যা বাংলাদেশ এবং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্বের সামনে মানবতার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারের প্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান আরও সুদৃঢ়? হয়েছে। তবে, এই সংকট দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। লাখ লাখ শরণার্থীর আগমন দেশের অবকাঠামোতে চাপ সৃষ্টি করেছে, অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিতেও নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাংলাদেশের জন্য, একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খোঁজা জরুরি, যা মানবিক উদ্বেগ এবং দেশের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এটি মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানো, নিরাপদ পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উদ্বেগ মোকাবিলায় জরুরি প্রয়োজন।

লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্বের সামনে মানবতার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারের প্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তবে, এই সংকট দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। লাখ লাখ শরণার্থীর আগমন দেশের অবকাঠামোতে চাপ সৃষ্টি করেছে, অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিতেও নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাংলাদেশের জন্য, একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খোঁজা জরুরি, যা মানবিক উদ্বেগ এবং দেশের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এটি মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানো নিরাপদ পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উদ্বেগ মোকাবিলায় জরুরি প্রয়োজন

ব্রিকস সম্মেলন : সত্যিকার অর্থেই কি ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে উঠবে?

ড. সুজিত কুমার দত্ত

ব্রিকস জোট তার প্রাথমিক পাঁচটি সদস্য দেশ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে নয়টি দেশে পরিণত হয়েছে। মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের যুক্ত হওয়া এই জোটকে আরও বেশি বহুমাত্রিক এবং বৈশ্বিক করেছে। এছাড়া প্রায় তিন ডজন দেশ ব্রিকসে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে, যা ব্রিকসের শক্তিশালী প্রভাবের প্রমাণ। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির একটি জোট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে, ব্রিকস এখন জি-৭-এর বিকল্প একটি শক্তি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে। জনসংখ্যার দিক থেকে এই সম্প্রসারিত জোট বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা জি-৭-এর মাত্র ৮.৮ শতাংশের তুলনায় অনেক বৃহৎ। এই সম্প্রসারণ বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্যে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্রিকসের সদস্য দেশগুলো যেমন চীন এবং ভারত ইতিমধ্যেই বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি এবং সম্প্রসারিত সদস্য দেশগুলোর সংযোজনের ফলে এই জোটের আর্থিক এবং বাণিজ্যিক প্রভাব আরও বাড়বে। এটির পাশাপাশি ব্রিকস প্লাস জোট এখন পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। ব্রিকসের (ইজওঈঝ) সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনটি ২০২৪ সালের ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর রাশিয়ার কাজান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলন বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়, যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো পশ্চিমা অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ব্রিকস সহযোগিতা মডেলটি উন্নয়নশীল দেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক পরিসরে উন্নয়নের সুযোগ প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমা শক্তির অধীন অর্থনৈতিক মডেল থেকে সরে এসে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নতুন ধারার বিকাশের প্রয়োজনীয়তাও এ সম্মেলনে তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘদিনের আধিপত্য রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গড়ে ওঠা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিমা দেশের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। তবে, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, এই ব্যবস্থার সংকটগুলো আরও প্রকট হয়েছে। অর্থনৈতিক অসমতা, বাণিজ্য যুদ্ধ এবং আর্থিক সংকট এই ব্যবস্থার গভীর সংকটের প্রমাণ দিচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো বহু দশক ধরে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৭ এবং অন্যান্য পশ্চিমা সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নিয়ম ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ব্রিকস তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই হেজিমনিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে।

তবে এটি করতে গিয়ে, ব্রিকসের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং তাদের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলোও রয়েছে। চীন ও রাশিয়া এই জোটের মধ্যে পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার বিপক্ষে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। চীন, যার অর্থনীতি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং রাশিয়া, যার ভূরাজনৈতিক অবস্থান পশ্চিমা দেশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তারা জোটের ভেতরে সবচেয়ে আগ্রাসী ভূমিকায় আছে। অন্যদিকে ব্রাজিল ও ভারত তাদের পশ্চিমা সম্পর্ককে পুরোপুরি ত্যাগ করতে চাইছে না। তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণের পক্ষে। ব্রাজিল এবং ভারত উভয় দেশই পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় এবং তারা বৈশ্বিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো সংঘাত এড়াতে আগ্রহী। এটি একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যে, ব্রিকস কি সত্যিকার অর্থেই একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে? নাকি এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার মতভেদ এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে?

ভারত ও চীনের মতো দুটি বৃহত্তম অর্থনীতি ব্রিকসের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে রয়েছে। এই দুই দেশের ব্রিকসের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বিকল্প শক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত ও চীন তাদের সীমান্ত সমস্যা সত্ত্বেও, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ তথা বাংলাদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্রিকসকে ব্যবহার করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলো যেগুলো পশ্চিমা দেশের চাপের মধ্যে রয়েছে, তারা ব্রিকসের একটি বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল থেকে উপকৃত হতে পারে। তবে, ভারত ও চীনের মধ্যকার প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক ব্রিকসের মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। যদি এই দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করতে সক্ষম হয়, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিকসের ভূমিকা আরও প্রভাবশালী হতে পারে। কিন্তু যদি এই প্রতিযোগিতা আরও বাড়ে, তবে ব্রিকস দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারবে না। ব্রিকস দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য সমতাভিত্তিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বর্তমানে, বিশ্ব অর্থনীতিতে পশ্চিমা দেশগুলো বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই পরিস্থিতিতে, ব্রিকস দেশগুলো একটি নতুন মডেল তৈরি করার প্রয়াস চালাচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং আর্থিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে। ব্রিকস দেশগুলো আর্থিক হেজিমনি মোকাবিলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ঝডওঋঞ আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশেষ করে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পর থেকে, এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র SWIFT সিস্টেমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পরিস্থিতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক স্বাধিকারকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, ব্রিকস দেশগুলো SWIFT-এর বিকল্প একটি আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা তৈরি করার প্রয়াস চালাচ্ছে, যা তাদের নিজস্ব আর্থিক স্বাধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হবে। পশ্চিমা আধিপত্যের অর্থনৈতিক মডেলটি বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিশ্ববাজারে কমলো চালের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত চাল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেছে, ফলে বিশ্ববাজারে কমছে চালের দাম। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় দাম কমছে। ফলে এসব এলাকায় খাদ্যের মূল্যস্ফীতির চাপ কমছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক দেশ। সম্প্রতি তারা আধাসেদ্ধ চাল রপ্তানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিশ্ববাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জাপানের সংবাদ সংস্থা নিক্কেই এশিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডের চাল রপ্তানির গড় মূল্য গত সপ্তাহে টনপ্রতি ৫২৯ ডলারে নেমে এসেছে। এই দাম আগের মাসের চেয়ে ৮ শতাংশ কম। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে থাই চালের রপ্তানিমূল্য ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। সেই তুলনায় এখন দাম কমেছে ২১ শতাংশ। সেই সঙ্গে ভারতেও ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সেদ্ধ চালের দাম গত সপ্তাহে ছিল টনপ্রতি ৪৫০ থেকে ৪৮৪ ডলার, গত বছরের আগস্টের পর যা সর্বনিম্ন। ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সাদা চালের দাম আগের সপ্তাহে ছিল টনপ্রতি ৪৬০ থেকে ৪৯০ ডলার। ভিয়েতনাম ফুড অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে দেশটিতে চালের দাম গত বছরের জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। ভিয়েতনামে বৃহস্পতিবার ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চাল টনপ্রতি ৫৩২ ডলারে বেচাকেনা হয়েছে, গত সপ্তাহে যা ছিল ৫৩৭ ডলার। ২০২২ সালে সারা বিশ্বে যত চাল রপ্তানি হয়েছিল, তার ৪০ শতাংশই করেছে ভারত। সেই হিসাবে ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চাল রপ্তানিকারক দেশ। ওই বছর বিশ্ব রপ্তানি বাজারে ৫ কোটি ৫৪ লাখ টন চাল বেচাকেনা হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু ভারতের চালই ছিল ২ কোটি ২২ লাখ টন। চালের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পরের চারটি অবস্থানে রয়েছে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৩ সালে এ চার দেশ সম্মিলিতভাবে যত চাল রপ্তানি করে, ভারত একাই তার চেয়ে বেশি করে। ভারত সব মিলিয়ে ১৪০টি দেশে চাল রপ্তানি করে। সে জন্য ভারতের চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত বিশ্ববাজারে চালের দামে প্রভাব ফেলে। ২০২৩ সালে ভারত চাল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করলে বিশ্ববাজারে চালের দাম বেড়ে যায়। ভারত চাল রপ্তানিতে নানা রকম বিধিনিষেধ দেওয়ার কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার ক্রেতারা এই শস্য কিনতে ছোটেন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও মিয়ানমারে। চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে এসব দেশে চালের রপ্তানির মূল্য গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। রপ্তানিকারক দেশের প্রতিযোগিতামূলক দামের কারণে ভিয়েতনামে চালের দাম কমেছে। এ ছাড়া বুধবার ইন্দোনেশিয়ার বুলোগ চাল ক্রয়ের টেন্ডার বাতিল করেছে। চালের দামে তার প্রভাবও পড়েছে। এদিকে থাইল্যান্ডে গত সপ্তাহে ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চালের দাম ছিল টনপ্রতি ৫১০ ডলার, আগের সপ্তাহে যা ছিল ৫২৫ ডলার।

এ বিষয়ে ব্যাংককভিত্তিক এক ব্যবসায়ী বলেন, থাইল্যান্ডের চালের চাহিদা স্থিতিশীল; সরবরাহের জন্য চাল এরইমধ্যে জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই চাল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ শিথিল করছে। ফলে গত মাসের শেষ দিক থেকেই বিশ্ববাজারে চালের দাম কমছে। সেই ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

কিয়েভসহ ইউক্রেনের শহরগুলোতে মারাত্মক রুশ হামলা, নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের ডিনিপ্রো শহরে একজন শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া কিয়েভ ও আশপাশের অঞ্চলে হামলায় আরো দুইজন নিহত হয়েছেন বলে দেশটির কর্মকর্তারা গতকাল শনিবার জানিয়েছেন। ফলে মোট পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল ডিনিপ্রপেট্রোভস্ক অঞ্চলের গভর্নর সের্গেই লাইসাকে জানান, ডিনিপ্রোতে রাতভর হামলায় আরো ১৯ জন আহত এবং একাধিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, 'হামলায় একটি দোতলা আবাসিক ভবন ধ্বংস হয়েছে।' লাইসাকের শেয়ার করা ছবিতে উদ্ধারকারীদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাজ করতে দেখা যায়।

অন্যটি আরো একটি ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালের একটি রুমের জানালা উড়ে গেছে। লাইসাক বলেছেন, 'এক শিশুসহ ডিনিপ্রোতে তিনজন নিহত হয়েছে। ১৯ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে চারজন শিশু। আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের মতে, রাজধানী কিয়েভ এবং আশপাশের অঞ্চলে রাতে পৃথক হামলায় দুইজন নিহত হয়েছে। কিয়েভসহ ইউক্রেনের শহরগুলো মারাত্মক রুশ ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হচ্ছে।

'পাকিস্তান মূর্খের স্বর্গে বাস করছে'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সম্প্রতি একের পর এক জঙ্গি নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। সেনাবাহিনীর গাড়ির ওপর হামলা হয়েছে। রেহাই পায়নি নিরস্ত্র সাধারণ মানুষও। শ্রমিক, চিকিৎসকদেরও গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলোর জন্য এবার ইসলামাবাদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ফারুক আব্দুল্লাহর সংশয়, দেশভাগের সময় কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ না দেওয়ারই 'বদলা' নিচ্ছে ইসলামাবাদ। জম্মু ও কাশ্মীরের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পাকিস্তান যদি এসব চালাতে থাকে, তাহলে একদিন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সেদিন আর কোনো কিছুকেই বাদ দেওয়া হবে না।' উপত্যকায় জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী। এই জঙ্গি কার্যকলাপের জন্যই জম্মু ও কাশ্মীর ধীরে ধীরে 'ধ্বংস' হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। তার প্রশ্ন, 'পাকিস্তান কি এসব দেখে না? তারা কি তাদের সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় আমাদের ওপর বদলা নিতে চায়? এসব আর কত দিন চলবে?' পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে মদদ দেওয়া বন্ধ করার জন্যও আহ্বান জানান ফারুক। ইসলামাবাদের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, 'ওরা চাইছে জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করবে। তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ১৯৪৭ সালেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাশ্মীর।' গণমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, কাশ্মীরে সাম্প্রতিক একের পর এক জঙ্গি কার্যকলাপের ঘটনায় কয়েক দিন আগেও সরব হয়েছিলেন ফারুক। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি।

সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর ইরানে বিমান চলাচল স্বাভাবিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার পর বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলো ইরানে। গতকাল শনিবার ইসরায়েলি হামলার মুখে স্থগিতাদেশ দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় সময় সকাল ৯টা থেকে স্বাভাবিক হয় ফ্লাইট চলাচল। তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি এ খবর জানিয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার একজন মুখপাত্র ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি বিমান সংস্থাগুলোর বার্তার দিকে নজর রাখার জন্য যাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ওই মুখপাত্র আরও বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট ফ্লাইটের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যাত্রীদের যোগাযোগ করতে হবে। চলতি মাসের শুরুতে ইসরায়েলে সিরিজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইরান। ওই হামলায় ইসরায়েলে প্রায় ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। হামলায় পশ্চিম তীরে একজন নিহত হন। এই হামলার জবাবে শনিবার ভোরে দেশটির সামরিক স্থাপনায় প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, স্থানীয় সময় ভোররাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে হামলা শুরু হয়। রাজধানী তেহরান ও নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে কয়েক ঘণ্টা ধরে একাধিক বিস্ফোরণের খবর জানিয়েছে ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। হামলার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য সবরকম ফ্লাইট বাতিল করে ঘোষণা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

আগুনে ৪ জনের মৃত্যু সন্তানকে নিয়ে লাফ দিয়ে বাঁচলেন মা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস পাড়ায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে দুই শিশুসহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরের আগে আগুন লাগার এ ঘটনা ঘটে। আগুন থেকে বাঁচতে একজন মা এবং শিশু তৃতীয় তলার জানালা থেকে লাফ দেয় বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। লাফ দিলেও তারা প্রাণে বেঁচে যায়। ক্লার্ক কাউন্টি ফায়ার চিফ জন স্টেইনবেক বলেছেন, উদ্ধারের পর মা ও শিশুকে লাস ভেগাসের ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'প্রতিবেশীরা আগুনের সময় একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন।' প্রথমে দমকলকর্মীরা ভোর ৪ টার একটু পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পান, বাড়ির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় প্রতিটি জানালা দিয়ে প্রচণ্ড আগুনের শিখা বের হচ্ছে। স্টেইনবেক সাংবাদিকদের বলেন, 'সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলেও ক্রুরা উত্তাপের কারণে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ইসরায়েলি হামলায় নিহত সেনার সংখ্যা জানালো ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :প্রতিশোধ নিতে গত শুক্রবার ইরানে রাতভর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। আই২৪ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ১৪০টি যুদ্ধবিমান দিয়ে ইরানে হামলা চালিয়েছে। ইরান এই হামলার তথ্য নিশ্চিত করে প্রাথমিকভাবে জানায়, এতে ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা সীমিত। তবে পরবর্তী সময়ে এক বিবৃতিতে ইরানের সেনাবাহিনী বলছে, ইসরায়েলি হামলায় দুইজন সেনা নিহত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত রাতে আমাদের দুইজন যোদ্ধা ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষেপণাস্ত্রের মোকাবিলা করার সময় চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছেন। তবে ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি বলেছেন, দেশ এখন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এবং সকল ফ্লাইট চালু হয়েছে। এদিকে ইরানে চালানো হামলাকে সফল অভিযান হিসেবে উল্লেখ করেছে ইসরায়েল। দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলা সম্পন্ন হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলছে, প্রতিশোধের হামলা সম্পন্ন হয়েছে এবং অভিযান সফল হয়েছে। আমাদের যুদ্ধবিমানগুলো নিরাপদে দেশে ফিরেছে। ইসরায়েলের বিমান বাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে বলে দাবি আইডিএফের। এর আগে আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলি হামলার কারণে রাজধানী তেহরান ও পাশে কারাজ শহরে বড় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

বিনোদন

বাংলাদেশে মুক্তি পেল ভেনম ও স্মাইল ২

বিনোদন ডেস্ক : ভেনম ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ছবি 'ভেনম: দ্য লাস্ট ড্যান্স'। এটি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ও শেষ কিস্তি। ভেনম চরিত্রে এবারও অভিনয় করেছেন টম হার্ডি। এ ছাড়া আরও আছেন জুনো টেম্পল, চিওয়েটেল ইজিওফোর ও ক্লার্ক ব্যাকো। বিশ্বব্যাপী গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। মুক্তির দিনেই ঢাকায় ছবিটি দেখতে পাবেন দেশের দর্শকেরা। গত শুক্রবার ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্স মুক্তি পেয়েছে দুই হলিউড সিনেমা 'ভেনম: দ্য লাস্ট ড্যান্স' ও 'স্মাইল ২'। মাল্টিপ্লেক্সটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অন্যদিকে সাইকো-হরর ঘরানার সিনেমা 'স্মাইল ২'। গত ১৬ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমাটি এরইমধ্যে দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। এটি পরিচালনা করেছেন পার্কার ফিন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোসি বেকন, পিটার জ্যাকবসন, কাইল গ্যালনার, লুকাস গেগের মতো তারকারা। এরা সবাই প্রথম পর্বেও অভিনয় করেছিলেন। 'ভেনম: দ্য লাস্ট ড্যান্স' হলিউডের জনপ্রিয় সুপারহিরো চলচ্চিত্র ভেনম ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি অবশেষে মুক্তির পেল। সম্প্রতি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার। সেখানে লাল গালিচায় হেঁটেছেন টম হার্ডি। এর আগে ২০২৩ সালের ৮ নভেম্বর মুক্তির তারিখ নির্ধারিত থাকলেও সিনেমাটির মুক্তি পিছিয়ে যায়। গত বছর হলিউডে ধর্মঘটের কারণে এর নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। গত বছরের নভেম্বরের শেষে ধর্মঘটের সমাপ্তির ফলে আবার শুটিং শুরু হয়। টম হার্ডি ভেনম চরিত্রেই ফিরে আসছেন। এটি পরিচালনা করছেন কেরি মার্সেল। তিনি হার্ডির সঙ্গে যৌথভাবে এর চিত্রনাট্যও লিখেছেন। প্রথম দুটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন যথাক্রমে রুবেন ফ্লেশার ও অ্যান্ডি সার্কিস। বক্স অফিসে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন আয় করেছিল সিনেমা দুটি। এবার প্রথমবারের মতো ফিচার ফিল্মের পরিচালনায় থাকছেন কেরি মার্সেল। এবারের ছবি প্রযোজনা করছেন আভি আরাদ, ম্যাট টলমাচ, অ্যামি পাসকাল, হাচ পার্কার, মার্সেল ও টম হার্ডি। ২০১৮ সালে 'ভেনম' সিনেমার প্রথম কিস্তি মুক্তি পায়। এটি বক্স অফিস হিট হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটি আয় করে ৮৫৫ মিলিয়ন ডলার। এরপর ২০২১ সালে মুক্তি পায় দ্বিতীয় কিস্তি 'ভেনম: লেট দেয়ার বি কার্নেজ'। এটিও বক্স অফিসে দারুণ সফল। 'স্মাইল ২' হলিউডের জনপ্রিয় সাইকো-হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি 'স্মাইল'-এর দ্বিতীয় কিস্তি 'স্মাইল ২'। প্রথমটির মতো এই পর্বটিও পরিচালনা করেছেন পার্কার ফিন। 'স্মাইল' শিরোনামে প্রথম পর্বটি মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। ১৭ মিলিয়ন ডলার বাজেটের এই সিনেমা তখন ২১৭ মিলিয়ন আয় করেছিল। প্রথম ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যের পরে প্যারামাউন্ট পিকচার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন এবং পরিচালক ও লেখক হিসেবে আবারও ফিরে আসেন পার্কার ফিন। একজন পপ শিল্পীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ছবির গল্প। যিনি কিনা গান নিয়ে ট্যুরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে ঘটে চলে একের পর এক অলৌকিক ঘটনা। এমন প্রেক্ষাপটে কী করবে সে পপ স্টার, কী করে রক্ষা পাবে সেই অশরীরী শক্তির হাত থেকে, কেনই-বা এমন ঘটনার শিকার হলেন তিনি। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে 'স্মাইল ২' সিনেমায়। যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন হলিউড অভিনেত্রী নাওমি স্কট। সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন সোসি বেকন, পিটার জ্যাকবসন, কাইল গ্যালনার, লুকাস গেগের মতো তারকারা। এরা সবাই প্রথম পর্বেও অভিনয় করেন। পার্কার ফিন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম চলচ্চিত্রের অংশগুলোকে অস্পষ্ট রেখেছিলেন। সিকুয়েলে তিনি সেই বিবরণগুলো অন্বেষণ করার সুযোগ তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি। রহস্যময় প্রকৃতিকে অক্ষত রাখতে চান তিনি। ছবিটি সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

ছাড়পত্র পেল 'নয়া মানুষ'

বিনোদন ডেস্ক : চরের মেহনতী মানুষের জীবন ও প্রকৃতির খেয়ালিপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি বানিয়েছেন তার প্রথম সিনেমা 'নয়া মানুষ'। গত বছর শেষ হয়েছিল শুটিং। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেল সিনেমাটি। এ বছরই সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান নির্মাতা। নয়া মানুষের ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি গণমাধ্যমকে বলেন, 'বানভাসি মানুষের গল্পের মতোই নানা দুর্যোগ মোকাবিলা করে নয়া মানুষ গত শুক্রবার আনকাট সার্টিফিকেট পেয়েছে। দ্রুত সিনেমাটি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।' আ মা ম হাসানুজ্জামানের 'বেদনার বালুচরে' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে নয়া মানুষ। ২০২২ সালের অক্টোবরে সিনেমার চিত্রধারণ শুরু হয়। কিন্তু সুপার সাইক্লোন সিত্রাংয়ের তাণ্ডবে শুটিং সেট চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বন্ধ হয়ে যায় কাজ। ২০২৩ সালের ৬ এপ্রিল থেকে নতুন করে শুরু হয় সিনেমার কাজ, শেষ হয় ১২ এপ্রিল। নয়া মানুষ সিনেমায় সুজলা চরিত্রে দেখা যাবে মৌসুমী হামিদকে। সিনেমাটি নিয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'চরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের গল্প দেখা যাবে এ সিনেমায়। আমিও তাদেরই একজন। চরের মধ্যে অনেক কষ্ট করে শুটিং করেছি। চরেই থেকেছি। তবে একজন অভিনেত্রী হিসেবে কষ্টটা উপভোগ করেছি। আশা করছি, সিনেমাটি মুক্তি পেলে সবার ভালো লাগবে।'

নতুন ছবিতে জুটি বাঁধছেন জিতু-শুভশ্রী

বিনোদন ডেস্ক : আবার নতুন ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন টালিউড পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। আর এ ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ে থাকছেন জীতু কমল ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী। নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে এ ছবির শুটিং শুরু হবে জানা গেছে। ইন্দ্রদীপ সুরকার হিসেবে একটানা কাজ করে চলেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিচালক হিসেবেও টালিউডে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছেন তিনি। শুরু থেকেই ইন্দ্রদীপ ভিন্ন স্বাদের ছবি পরিচালনা করেন। তার প্রথম ছবি ছিল 'কেদারা'। একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয় ছবিটি। বিশেষ করে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় আজও মনে রেখেছেন দর্শকরা। পরবর্তীকালে 'বিসমিল্লাহ' বা 'আগন্তুক' দর্শকদের পছন্দ হয়। এ ছাড়া পরিচালকের 'উত্তরণ' ছবিতে কৌশিকের সঙ্গে অঙ্কুশ হাজরার দ্বৈরথ ছিল নজরকাড়া। এবার নতুন ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন পরিচালক। ছবিতে অভিনেতা নির্বাচনও চমকপ্রদ। জানা গেছে, ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন জীতু কমল ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী। আনন্দবাজার সূত্রে জানা যায়, নতুন ছবিতেও ইন্দ্রদীপ চমক হাজির করতে চলেছেন। তবে ছবির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে পরিচালক আপাতত নিজেই প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন ছবিটির। আর ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য জানা যাচ্ছে না। এদিকে পুরো বিষয়টিই ইন্দ্রদীপ আড়ালে রাখতে চাইছেন। তারপরও এ ছবি নিয়ে টালিপাড়ায় গুঞ্জন ছড়িয়েছে। অতীতে শুভশ্রী দর্শকদের ভিন্ন স্বাদের অভিনয় উপহার দিয়েছেন। জীতুও তার ব্যতিক্রম নন। এই দুই শক্তিশালী অভিনেতা পর্দায় কী চমক হাজির করতে চলেছেন, তা নিয়ে দর্শকমহলে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। অন্যদিকে পরিচালক ইন্দ্রদীপের বেশিরভাগ ছবিতেই কৌশিককে দেখা গেছে। এ ছবিতেও তা ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তা ছাড়া ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন রুদ্রনীল ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, স্নেহা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিশ্বসেরা তারকাদের তালিকায় মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর জনপ্রিয়তার খবর অজানা নয়। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী রয়েছে তার ভক্ত। অভিনয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বেশ সরব থাকেন তিনি। ভক্তদেরকে সময় দিতে মাঝেমধ্যে লাইভে এসে আড্ডা দেন। এমনকী বিভিন্ন পোস্টেও মন্তব্য করতে ভুলেন না মেহজাবীন। এবার সেই ভক্তকুলের জন্যই সাফল্যের আরেক মুকুট উঠলো অভিনেত্রীর মাথায়। পৃথিবীসেরা তারকাদের কাতারে নাম লেখালেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। আর এই পুরো কৃতিত্ব তার ভক্তদের। ফেসবুকে সক্রিয় ভক্তকুলের তালিকায় মেহজাবীনের ভক্তরা সেরা ২৫-এ (২৪তম) জায়গা করে নিয়েছে। ডোয়াইন জনসন, হিউ জ্যাকম্যান, উইল স্মিথ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াদের সঙ্গে এবার নাম উঠেছে মেহজাবীনের। এমন অর্জনে আপ্লুত অভিনেত্রী। মেহজাবীন চৌধুরী বলেন, 'এ রকম কিছু যে হতে পারে, সেটা জানাই ছিল না। ফেসবুক থেকে নোটিফিকেশন পাই এবং দেখি ফ্যানবেজ তালিকার সেরা ২৫-এ আমার ফ্যানবেজ রয়েছে, যেটা দেখে সত্যি খুবই ভালো লেগেছে। এই তালিকার অন্যান্য নাম দেখে আরও অবিশ্বাস্য অনুভূত হয়েছে। এত বড় বড় তারকার নাম সেখানে! ভক্তদের কারণে এ তালিকায় আমার নামও যুক্ত হলো, এটা অবশ্যই বিশাল ব্যাপার। এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই। এটা ভক্তদের অর্জন। তবে আমার জন্য এটা সত্যি অনেক বড় পাওয়া।' এই সফলতায় ভক্তদের উদ্দেশে মেহজাবীন বলেন, 'তাদের উদ্দেশে কিছু বলা খুব ডিফিকাল্ট। তাদের ভালো লাগা, ভালোবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ। সেটার বিপরীতে ধন্যবাদ বললে বরং ছোট করা হবে। আমি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। ভক্তদের ভালোবাসায় ক্যারিয়ারে এত দূর আসা। শুরুটাও যদি মনে করি লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টারে আমি মুকুটটা পেয়েছিলাম দর্শকের ভোটে। সেখান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তারা আমাকে সমর্থন দিয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা করেছে, আমার কী করা উচিত, কেমন কাজে দেখতে চায়-এসব নিয়ে তারা বেশ সক্রিয়। সাধারণত যখন নতুন কাজ আসে, তখন শিল্পীকে নিয়ে মাতামাতি হয়।

আমন ধান তোলার পরপরই এখন আলু চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। রংপুর সদর উপজেলার ঈশ্বরপুর এলাকা থেকে বিকেলে ছবি তোলা

তানোরে ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে ধান ও রবিশস্যতে ব্যাপক ক্ষতি

তানোর প্রতিনিধি : সারাদেশের ন্যায় রাজশাহীর তানোরে ঘূর্ণিঝড় 'দানার' কিছুটা প্রভাবে আমনের পাঁকা ধানগাছ নুয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শীতকালীন আগাম শাক-সবজিসহ বিভিন্ন ধরনের রবিশস্যতেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীনে পড়েছেন কৃষকরা। আজ শনিবার ২৬ অক্টোবর সকালে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ফসলের মাঠে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখা গেছে। কৃষক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ২৩ অক্টোবর রাত থেকে হিমেল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। আজ শনিবার সকালে এরির্পোট লেখা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলেনি। থেমে থেমে ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে কৃষকরা আমনখেতে গিয়ে দেখেন ধানগাছ মাটিতে পড়ে গেছে। এতে বৃস্টির পানি জমেছে। পঁচন ও কারেন্ট পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। তবে, বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় কি পরিমাণ আমনখেতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই তথ্য কৃষি বিভাগ দিতে পারেনি। তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউপির কৃষক আবুল হোসেন বলেন, তার ৫ বিঘা জমির পাঁকা ধান কেটে রেখেছিলেন শুকানোর জন্য। দুই দিন ধরে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে তার জমিতে পানি জমেছে। সেই সাথে নুয়ে পড়েছে ধানগাছ। এখন দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের বিষয় বলে আক্ষেপ করেন তিনি। অন্যদিকে আরেক কৃষক রবিউল ইসলাম জানান, গত বছর আমন ধানের ভালো দাম পাননি। এজন্য এবারে হতাশায় ছিলেন তিনি। আগামী সপ্তাহ থেকে তার ১০ বিঘা জমির ধান কাটা শুরু হবে।

কিন্তু হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে বেশিরভাগ ধান গাছ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। অপরদিকে শীতকালীন আগাম শাক-সবজিসহ বিভিন্ন ধরনের রবিশস্যতেও বৃস্টির পানি জমে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও অনেকে রবিশস্য রোপনের জন্য জমি চাষ করে বিপদে পড়েছেন। এ যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বলে আক্ষেপ করেন তিনি। কৃষক আয়ুব আলী ও আব্দুল বারী বলেন, 'বৃস্টি ও ঝোড়ো হাওয়াতে ইতিমধ্যে চরম ক্ষতি হয়ে গেছে। তার ১ একর জমিতে আগে প্রায় ৫০ মণ ধান পাওয়া যেত, এখন সেখানে ৩০ মণ হবে কিনা সন্দেহ। এছাড়াও শিব নদীর পাড় ও নিচু এলাকায় আমনখেতে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে কৃষক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২২ হাজার ৬৩৫ হেক্টর জমি। এরমধ্যে হাইব্রিড ২৮ হেক্টর, উফশী জাত ২২ হাজার ১১৭ হেক্টর এবং স্থানীয় জাতের চাষ হয়েছে ৫৫০ হেক্টর। চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬০ হাজার ২৯৮ মেট্রিক টন। এব্যাপারে উপজেলার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত স্বশিক্ষিত কৃষি বিজ্ঞানী নুর মোহাম্মাদ জানান, রোপা-আমন ধান রোপনে শুরুর দিকে কৃষকদের প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে। বৃষ্টির পানি সময় মত পায়নি। সার নিয়ে ছিল অসহীয় সিন্ডিকেট। আর শেষ মুহুর্তে বৃষ্টি-ঝড়ো হাওয়ায় নুয়ে পড়েছে আমনের খেত। মনে হয় উৎপাদনে কিছুটা হ্রাস পাবে। উপজেলা কৃষি অফিসার সাইফুল্লাহ বলেন, ঘূর্ণিঝড় 'দানার' প্রভাব নয়, নিচু এলাকায় বাতাসে আমন ধানের গাছ পড়ে গেছে। তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কৃষি বিভাগ সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি শিগগিরই এ দুর্যোগ কেটে যাবে।

কোটচাঁদপুরে জাল নোট প্রতিরোধে ওয়ার্কশপ

কোট চাঁদপুর প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাল নোট প্রচলন প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ওয়ার্কশপ-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০ থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলা ওয়ার্কশপে অংশ নেন ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের আয়োজনে ও সোনালী ব্যাংক পি এলসি, কোটচাঁদপুর শাখার সহযোগীতায় জাল নোট প্রচলন প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ওয়ার্কশপটি জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (২৬ অক্টোবর) কোটচাঁদপুর বলুহর বাসষ্ট্যাণ্ডে এলাকার আস্থা কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি কোটচাঁদপুর শাখার ম্যানেজার বি এম শাহজাহান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন- বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মনজুর রহমান, জাল নোট প্রচলন প্রতিরোধ জনসচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের যুগ্ন-পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস ঝিনাইদহের এসিস্ট্যাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার মোঃ রশিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে জাল নোট সনাক্ত করণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

আত্রাইয়ে দেড় লাখ টাকার গরু চুরি

রাণীনগর প্রতিনিধি : নওগাঁর আত্রাইয়ে গোয়াল ঘর থেকে কৃষকের দুটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ভোঁপাড়া (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের কৃষক ছামছুর রহমান ধলুর গোয়াল ঘর থেকে দেড় লক্ষাধীক টাকা মুল্যের দুটি চুরির ঘটনা ঘটে।ছামছুর রহমান ওই গ্রামের জহির আকন্দের ছেলে। ছামছুর রহমান জানান,বাড়ী সংলগ্ন গোয়াল ঘরে গরু রেখে ঘুমিয়ে পরেন। শনিবার সকালে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখেন চোরেরা দুটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে। গরু দুটির আনুমানিক মুল্য দেড় লক্ষাধীক টাকা হবে বলে জানান তিনি। আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাহাবুদ্দীন জানান,এঘটনায় এখনো কেউ থানায় কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিরলে জামায়াতের কর্মী সমাবেশ

বিরল প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরলের ধর্মপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর আয়োজনে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে কালিয়াগঞ্জ বাজারে কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিরল উপজেলার শাখার আমীর হাফেজ মাওলানা আব্দুর রশিদ। ৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি মাওলানা মজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরল উপজেলা শাখার সভাপতি নাজমুল ইসলাম, ধর্মপুর ইউনিয়নের জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুর রহমান, যুব বিভাগের সেক্রেটারি শাহজাহান আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, জামায়াত পেশী শক্তি দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় না, আদর্শিক শক্তি দিয়েই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে দেশ এবং জাতির কল্যাণে কাজ করতে চায়, এজন্য প্রত্যেক কর্মীকেই একজন সমাজকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাড়াতে হবে। নিজেকে সমাজে নেতা হিসেবে নয় দায়িত্বশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন

প্রথমদিন পণ্য ছাড়া রহনপুর ছেড়ে গেল

গোমস্তাপুর প্রতিনিধি : চালুর প্রথমদিন পণ্য ছাড়াই স্পেশাল ট্রেনটি রহনপুর রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ের আধাঘন্টা দেরিতে শনিবার সকাল পৌণে দশটায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। তবে ট্রেনটি চলাচলে এই স্টেশনে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। রহনপুর স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মামুনুর রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তবে ট্রেনটিতে কোন পণ্য বুকিং হয়নি বলে রহনপুর রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টারে মামুনুর রশিদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, কৃষিপণ্য স্পেশাল এই ট্রেন প্রথমদিন আধাঘণ্টা দেরিতে পৌণে দশটায় রহনপুর রেলস্টেশন ছেড়ে যায়। এই ট্রেনটি চলাচলের বিষয়ে কৃষক,ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। ট্রেনটিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রন লাগেজ ছাড়া আরও ৪টি সাধারণ লাগেজ রয়েছে। ট্রেনটি রহনপুর রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নাচোল, আমনুরা জংশন, রাজশাহীর কাঁকনহাট, রাজশাহী সদর, সরদহ রোড, আড়ানী, নাটোরের আব্দুলপুর, আজিমনগর, পাবনার ঈশ্বরদী বাইপাস, চাটমোহর, বড়াল্‌ব্রীজ ও জয়দেবপুর হয়ে ঢাকা তেজগাঁও স্টেশনে পৌছাবে ৫টা ২০ মিনিটে। প্রথমদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় ট্রেনটিতে কোন বুকিং হয়নি। কৃষক ও ব্যবসায়ী-রা তাকে জানিয়েছেন ট্রেনটি বিকেল ৫ টার পর ছাড়লে পণ্য বুকিং করতে তাদের ভাল হবে। সারাদিন বিভিন্ন কাঁচামাল পণ্য কিনে বিকেলে বুকিং দেওয়া তাদের সহজ হবে। তাদের এই বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলে তিনি জানান। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, মূল ভাড়া কম থাকলেও কুলি ও অন্যান্য পরিবহন খরচ মিলে সড়কপথের চেয়ে ট্রেনে খরচ পড়ছে বেশি। আরেকদিকে ট্রেনের সময় সকালে হওয়ায় বাজারজাত নিয়েও রয়েছে নানা শঙ্কা। তবে বিকেল কিংবা রাতে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করলে দিনের কৃষিপণ্য তুলে রাতভর পরিবহন করে সকালে মোকামে পৌঁছনো যায়। এ ছাড়া ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়সহ নানা কারণে সময়মতো মালামাল পৌঁছাতে না পারলে ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়েও শঙ্কা করছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। এসব কারণে প্রথম দিনে শাক-সবজি ছাড়াই ট্রেনটিকে শূন্য লাগেজ ভ্যান নিয়েই ছুটতে হয়েছে ঢাকার দিকে। তারা আরও জানান, বিশেষ এই ট্রেনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর রেলস্টেশন থেকে পণ্য পরিবহণে ভাড়া কেজিপ্রতি ১ টাকা ৩০ পয়সা। এর সঙ্গে মাঠ থেকে স্টেশন, স্টেশন থেকে মোকাম আলাদা পরিবহন খরচ ও কুলি খরচ মিলে প্রতিকেজির খরচ দাঁড়ায় ৩ টাকারও বেশি। অন্যদিকে, ট্রাকে মালামাল পরিবহনের খরচ হয় দুই থেকে আড়াই টাকা। ফলে ট্রেনে সাড়া মিলছে না ব্যবসায়ীদের। পাশাপাশি সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন চালু ও ব্যাপক হারে প্রচার-প্রচারণা করার দাবি ব্যবসায়ীদের। আজিম উদ্দিন নামের এক কাঁচামাল ব্যবসায়ী বলেন, ট্রেনের মূল ভাড়া কম। তবে ফসলের মাঠ থেকে স্টেশন এবং স্টেশন থেকে মোকাম আলাদা যানবাহনে পরিবহন করতে বাড়তি খরচ রয়েছে। এ ছাড়া ট্রেনে মালামাল তোলা ও নামাতে কুলিদের অনেক টাকা দিতে হয়। কুলিরা যে যার ইচ্ছেমতো টাকা নেয়। তাই কেউ ট্রেনে পণ্য পাঠাতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, রহনপুর-ঢাকা রুটে কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেনে রয়েছে পাঁচটি লাগেজ ভ্যান বগি। এরমধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বগি রয়েছে একটি, বাকি চারটি সাধারণ বগি। অত্যাধুনিক লাগেজ ভ্যানে কৃষিপণ্যের মধ্যে ফল, সবজি ছাড়াও রেফ্রিজারেটেড লাগেজ ভ্যানে হিমায়িত মাছ, মাংস ও দুধ পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ঢাকায় যাওয়ার জন্য রয়েছে ব্যবস্থা। সবজির সঙ্গে তাদের বিনা ভাড়ায় যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। সকাল থেকেই বৃষ্টি ও আবহাওয়া অনুকুলে না থাকায় প্রথম দিনে বুকিং না হওয়ার দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। প্রসঙ্গত, বিশেষ ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর রেলস্টেশন থেকে পণ্য নিয়ে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে ১৩টি স্টেশনে যাত্রাবিরতি করে ঢাকায় পৌঁছাবে বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে।

হাসানাত পুত্র মঈন আব্দুল্লাহ গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিনিধি : জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর মেঝ ছেলে সেরনিয়াবাত মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বরিশালে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। শনিবার সকালে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানিয়েছেন, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর গুলশান-২ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রমতে, এর আগে বরিশাল-১ আসনের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহসহ তার পরিবারের সাতজনের ব্যাংক হিসেব জব্দ করা হয়েছে। একইসাথে তার পরিবারের সদস্যদের নামে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবও স্থগিত রাখতে বলা হয়। ব্যাংক হিসেব স্থগিত করা পরিবারের সদস্যরা হলেন-আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর প্রয়াত স্ত্রী সাহান আরা বেগম, হাসানাতের বড় ছে?লে বরিশাল সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ, মেঝ ছেলে এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক (গ্রেপ্তারকৃত) সেরনিয়াবাত মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ, ছোট ছেলে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সেরনিয়াবাত আশিক আব্দুল্লাহ, সাদিক আব্দুল্লাহর স্ত্রী লিপি আব্দুল্লাহ ও তাদের পরিবারের আরেক সদস্য ফিরোজা সুলতানা। সূত্রে আরও জানা গেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরুর আগেই আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ ও তার ছোট ছেলে আশিক আব্দুল্লাহ ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। অদ্যবর্ধি হাসানাত আব্দুল্লাহ তার একমাত্র মেয়ে কান্তা সেরনিয়াবাতের ভারতের বাসায় অবস্থান করছেন। দলের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বরিশালের বাড়িতেই ছিলেন সাদিক আব্দুল্লাহ। ওইদিন বিক্ষুব্ধরা তার কালীবাড়ি রোডের সেরনিয়াবাত ভবনে অগ্নিসংযোগ করার পর বাড়ির পেছন দিয়ে নেতাকর্মীদের সহায়তায় পালিয়ে যায় সাদিক আব্দুল্লাহ। এরপর গোপালগঞ্জে বেশ কয়েকদিন আত্মগোপনে থেকে তিনিও (সাদিক) ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আকস্মিকভাবে বরিশালে ঘুরে যান সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর মেঝ ছেলে মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ। ওইসময় তার সাথে ছিলেন অন্তর্বতীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এএফ হাসান আরিফের ছেলে মুয়াজ আরিফ। সেইসময় মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ দাবি করেছিলেন, মুয়াজ আরিফ তার বাল্যকালের বন্ধু। বিষয়টি নিয়ে ওইসময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

মাধবপুর অবৈধ অনুপ্রবেশ দায়ে গ্রেপ্তার ৫

মাধবপুর প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ধর্মঘর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশ দায়ে ৩ ব্যক্তি সহ দুই মানব পাচারকারিকে গ্রেপ্তার করেছে ধর্মঘর সীমান্ত ফাঁ-ড়ির বিজিবি টহলদল।শনিবার বেলা ১১ টার সময় সন্তোষপুর সীমান্ত থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।তারা হল যশোহর শার্শা উপজেলার বাহাদুর গ্রামের মোঃ আঃ,সবুর মিয়া(২৭) খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা সদরের মোঃ মাছুম মিয়া(৩০) বাগেরহাট জেলার মোড়লগন্‌জ থানার চরহোগলি বানিয়াপাড়ার মোঃ সুমন মিয়া(২৫)মাধবপুর উপজেলার মালাঞ্চ পুর গ্রামের মোঃ ইমন মিয়া (২৯) এবং বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার বড় বাদুরা গ্রামের সোহরাব হোসেন(৪২)।২৫ বিজিবির ধর্মঘর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার মোঃ রউপ জানান,দেড় বছর আগে সবুর মিয়া,মাছুম মিয়া ও মোঃ সুমন মিয়া যশোহর বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে রাজমিস্ত্রি কাজের সন্ধান ভারতে গিয়েছিল।মানব পাচারকারী ইমন মিয়া ও সোহরাব হোসেনের সাথে টাকার চুক্তিতে ভারতে থেকে ধর্মঘর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় তারা বিজিবি টহল দল তাদের গ্রেপ্তার করে।

বেনাপোলে ২দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

বেনাপোল প্রতিনিধি : বেনাপোল বন্দরের বিপরীতে এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর ভারতের পেট্রোপোলে আধুনিক মানের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালটি রবিবার (২৭ অক্টোবর) উদ্বোধন করবেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই উপলক্ষে আজ শনিবার ও কাল রবিবার দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও বেনাপোল চেকপেস্ট দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) টার্মিনালটি উদ্বোধনের কথা ছিল। রৈরী আবহাওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন পেট্রোপোল স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। বেনাপোল বন্দরের উপ-পরিচালক রাশেদুল সজিব নাজির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আগামীকাল (রবিবার) পেট্রোপোলে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগমনকে ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আজ শনিবার ও আগামীকাল রবিবার দুইদিন বেনাপোল-পেট্রপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন পেট্রোপোল বন্দর কর্তৃপক্ষের ম্যানেজার কমলেশ শাইনি। তবে আগামী সোমবার (২৮ অক্টোবর) থেকে আবারও এ বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি চালু হবে। বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি ইমতিয়াজ ভূঁইয়া জানান, পেট্রোপোলে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে পেট্রোপোল ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার বন্ধ নিয়ে তেমন কিছুই জানায়নি।

যুবলীগ নেতার ওপর হামলা

বরিশাল প্রতিনিধি : জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া বাজারে বসে শুক্রবার সন্ধ্যায় যুবলীগ নেতার ওপর হামলা চালিয়ে পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করা হয়েছে। স্থানীয় চিহ্নিত মাদক সেবীরা এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন যুবলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শহীদ। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা হাসপাতালে ও পরে ওইদিন রাতেই বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। শনিবার সকালে আহত যুবলীগ নেতা অভিযোগ করে বলেন, মাহিলাড়া বাজারের পানের আড়তে কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে বাজারের আলামিনের চায়ের দোকানের সামনে বসে স্থানীয় লালন সরদারের ছেলে হৃদয় সরদারের নেতৃত্বে তার ৬/৭ জন সহযোগিরা অর্তকিতভাবে হামলা চালিয়ে তাকে পিটিয়ে গুরুত্বর জখম করেছে।

রাজশাহীতে মাদকসহ গ্রেপ্তার ১০

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহী মহানগরীতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাদক মামলার আসামির কাছ থেকে মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন নগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) সাবিনা ইয়াসমিন। শুক্রবার দিনাগত রাত থেকে শুরু করে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত চলা অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা-২ জন, রাজপাড়া থানা-২ জন, চন্দ্রিমা থানা-১ জন, মতিহার থানা-১ জন, এয়ারপোর্ট থানা-১ জন, দামকুড়া থানা-২ জন ও ডিবি পুলিশ-১ জনকে আটক করে। যার মধ্যে ৯ জন ওয়ারেন্টভূক্ত আসামি ও ১ জনকে মাদকদ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদক মামলায় অভিযুক্ত আসামির কাছ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সুজানগরে নৌ-পথে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায়

সুজানগর প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের দু'টি নৌ-পথে যাত্রী-বাহী খেয়া নৌকায় মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এতে যাত্রীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া এবং সাতবাড়ীয়া-হাবাসপুর পদ্মা নৌ-পথ রয়েছে। ওই দু'টি নৌ-পথের খেয়া নৌকার মাঝিরা যাত্রীদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন। উপজেলার মানিকহাট গ্রামের ভুক্তভোগী যাত্রী আব্দুল আজিজ বলেন উপজেলার নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া এবং সাতবাড়ীয়া-হাবাসপুর খেয়া ঘাটের দূরত্ব মাত্র ৬/৭ কিলোমিটার। আগে ওই নৌ-পথে যাত্রীপ্রতি ভাড়া নেওয়া হতো ৩০ থেকে ৪০টাকা। কিন্তু বর্তমানে ভাড়া বৃদ্ধি করে নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া নৌ-পথে যাত্রীপ্রতি ভাড়া নেওয়া হচ্চে ৭০টাকা আর সাতবাড়ীয়া-হাবাস-পুর নৌ-পথে নেওয়া হচ্ছে ৫০টাকা। উপজেলার বোনকোলা গ্রামের ভুক্তভোগী যাত্রী আসলাম উদ্দিন বলেন আগে সড়ক পথের চেয়ে নৌ-পথের ভাড়া অনেক কম নেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে সড়ক পথের চেয়ে নৌ-পথেই বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে সড়ক পথে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা থাকলেও নৌ-পথে তা নেই। আর সেই সুযোগে খেয়া নৌকার মাঝিরা যাত্রীদের জিম্মি করে মাত্র ৬/৭কিলোমিটার নৌ-পথে ৫০ থেকে ৭০টাকা ভাড়া আদায় করছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ বলেন খোঁজ-খবর নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালাইয়ে ডাকাতি, টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

কালাই প্রতিনিধি : জয়পুরহাটে কালাই উপজেলার বাখড়া গ্রামের কছিমুদ্দিনের বাড়িতে দূধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতরা অস্ত্রের মূখে ঘরের সবাইকে জিম্মি করে ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার, গরু ও নগদ টাকাসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় ডাকাতদের হামলায় গৃহকর্তাসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার ভোর রাতে ওই উপজেলার বাখড়া গ্রামের কছিমুদ্দিনের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতদের হামলায় আহতরা হলেন, গৃহকর্তা মো.কছিমুদ্দিন (৬৬),কছিমুদ্দিনের স্ত্রী রোকেয়া বেগমকে (৫৪), বড় ছেলে গোলাম মোস্তফা (৪০) ছোট ছেলে এরশাদুল ইসলামের স্ত্রী মালা বেগম (২৮) গোলাম মোস্তফার মেয়ে মিম্মা আখতার (১৭)ও ছেলে রাহিফ (৭)। তবে গুরুত্বর আহতদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ও রোকেয়া বেগমকে কালাই উপজেলা হাসপাতালে এবং মালা বেগমকে জয়পুরাট জেলা হামপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর অবশিষ্টদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। গৃহকর্তা মো.কছিমুদ্দিন ও বড় ছেলে গোলাম মোস্তফা জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত প্রায় আড়াইটার দিকে ৮/১০ জনের ডাকাত দল তাদের বাড়ির সিমানা প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করে। ডাকাতদের সঙ্গে থাকা লোহার রড় ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে ৬ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ৪টি বিদেশী জাতের গরু, ৩ লাখ টাকার ২ ভরি স্বর্নালঙ্কার, অর্ধ লক্ষাধিক টাকার চাল, নগদ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা শিশু ও নারী-রা চিৎকার ও কান্নাকাটি করলে ডাকাতরা রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতারী ভাবে সবাইকে মারপিট করতে থাকে। এতে তারা ৬ জন আহত হয়। তবে কিছুটা সুস্থ হলে থানায় মামলা করবেন বলেও তারা জানান এই বিষয়ে কালাই থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদ হোসেন জানান, খরব পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশি অভিযান চলছে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বরগুনার ৩ টি আসন পুনর্বহালের দাবী

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনায় ৩ টি সংসদীয় আসন পূনর্বহালের দাবীতে শনিবার বেলা ১১ টায় পৌরসভা মিলনায়তনে বরগুনা জেলার সংসদীয় আসন বিন্যাস কমিটি বাস্তবায়নে সোনালি অতিত সমাজ কল্যাণ সংস্হা - এসএসসি -১৯৮২ আয়োজনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনা জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মোল্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহ্বায়ক এজেডএম সালেহ ফারুক, মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাডভোকেট ওয়াসী মতিন সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ তালুকদার অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সানু, পাথরঘাটা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফারুক চৌধুরী, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার সহ সভাপতি মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী। সভা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট মুরাদ খান। উল্লেখ্য,২০০৮ সালে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তিনটি আসনের ১ টি আসন বাদ দিয়ে ২ টি আসন করেন। এ বিষয়ে বরগুনা --২ আসনের সাবেক এমপি, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মণি বলেন, বরগুনার ৩ টি আসন পুনর্বহালের দাবীর সাথে আমি একমত পোষন করছি। দুইটি আসনের ফলে এজেলার মানুষের ভোগান্তি বেড়ে গেছে। উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আসন তিনটি পুনর্বহাল হলে জেলার আসন অনুযায়ী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

কাহারোলে নারী শ্রমিকেরা মুজুরী বৈষম্যের শিকার

কাহারোল প্রতিনিধি : 'তোমরা কহেন তো, হামরাগুলো পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করি। কিন্তু মুজুরি পাই ৩শত টাকা আর পুরুষগুলো পায় ৫শত টাকা। হামরা কি ওমারগুলোর থাকি কাজ করি? ওরাও আইসে বিহানে, হামরাগুলোও আসি বিহানে। তাহলে ওরা এত পায় কেন?

গতকাল শনিবার কাজ করার সময় আবেগে কথা গুলো বলছিলেন, দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার হাটিয়ারী গ্রামের উষা রানী রায়। কাহারোল উপজেলায় কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করা অধিকাংশ নারীরই মুজুরি নিয়ে উষা রানীর মতো এমন আবেগ রয়েছে মুজুরী নিয়ে। উপজেলার মাঠে কাজ করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের চাহিদা বেশি থাকলেও তারা ন্যায্য মুজুরি পাচ্ছেন না। বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন মাঠে শত শত নারী দৈনিক মুজুরীর ভিত্তিতে কাজ করছেন। পুরুষ শ্রমিকেরা যেখানে সারাদিন কাজ করে মুজুরী পান ৫শত টাকা আর মহিলা শ্রমিকেরা কাজ করে পান ৩ শত টাকা। বিভি-ন্ন ইউনিয়ন ঘুরে একাধিক নারী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকেরা বেশি কাজ করেও তারা মুজুরী বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন সেটা মেনে নিয়ে জীবিকার তাগিতে কাজ করে যেতে হচ্ছে তাদের। ঘরের কাজ সেরে বাইতে শ্রম দেওয়ায় শরিক হচ্ছেন তারা। রসুল-পুর ইউনিয়নের সাধুর বাজারের কৃষি শ্রমিক রানী রায় ও হেমন্তী বলেন পুরুষেরা বাড়িতে একবেলা খেয়েও ৫ শত টাকার মতো মুজুরী পান। অন্যদিকে নারীরা সমান কাজ করে ও নিজের বাড়িতে খেয়ে পান অর্ধেক। এই আয় দিয়ে সন্তান দের নিয়ে সংসার চালা খুব কঠিন হয়ে গেছে। এখন বাজারে জিনিস পত্রের যে দাম তাতে খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে কথা হলে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ আফসানা মোস্তারী বলেন ' আমরা নারীদের অধিকারের কথা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তুলে ধরী। আমরা সর্বস্তরের মানুষ যদি এক হয়ে কাজ করি তাহলে নারীদের বৈষম্যে দুর করা সম্ভব বলে মনে করি।'

মাটির ঘর ধ্বসে খোলা আকাশের নিচে বসবাস!

পাইকগাছা প্রতিনিধি : ধ্বসে পড়ল মাটির ঘর। চাপা পড়ে মৃত্যু মুখ থেকে ফিরলেন এক পরিবার। হঠাৎ বৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে দুশ্চিন্তা! খুলনার পাইকগাছায় ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে ও অতি বৃষ্টিপাতের ফলে অসহায় দীনমজুর সহিল উদ্দিনের একমাত্র থাকার ঘরটি ভেঙ্গে গেছে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। এখন তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের চরমলই গ্রামের গ্রাম পুলিশ ইছার উদ্দিনের ছেলে অসহায় সহিল উদ্দিন। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর। পরের জমিতে কাজ করে চলে তার পরিবারের সংসার। স্ত্রী সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তার একমাত্র আয়ের উপর নির্ভরশীল। সবসময় অতিকষ্টে দুঃখে কাটে তার জীবন।এমতাবস্থায় ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে ও ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বৃহস্পতিবার রাতে তার বসবাসের একমাত্র ঘরটি ভেঙে পড়ে যায়। আর বসবাসের একমাত্র ঘরটি ভেঙে পড়ে যাওয়ায় বর্তমানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যেদের নিয়ে কাটছে তার মানবেতর জীবন যাপন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহিল উদ্দিন বলেন, একমাত্র থাকার ঘরটি পড়ে যাওয়ায় বর্তমানে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে রাস্তায় বসবাস করার মতো উপক্রম হয়েছে। এখন আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা। নতুন করে ঘর বাঁধবো কিন্তু অর্থ পাবো কোথায়। এখন একমাত্র ভরসা আল্লাহর উপর। এ সময় তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ বিষয়ে স্থানীয় আব্দুল্লাহ মোড়ল বলেন, গরীব অসহায় দিনমজুর সহিল উদ্দিনের একমাত্র থাকার ঘরটি পড়ে যাওয়ায় সে অসহায় হয়ে পড়েছে। অন্যের সাহায্য ছাড়া অসহায় এই পরিবারের পক্ষে একটি ঘর তৈরি করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গদাইপুর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান শেখ খোরশেদুজ্জামান বলেন, আমি শুনেছি।

রংপুর : উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতবিনিময় ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমিটির আহ্বায়ক শাহানাজ পারভীন।

নেতৃত্ব ছাড়তে চান শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিন ফরম্যাটেই বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পান নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে তার কাঁধে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া, সেটি পূরণ করতে পারেননি তিনি। অধিনায়কত্ব তো বটেই নিজের ফর্মটাকে হারিয়ে ফেলেছেন। লম্বা সময় ধরেই তিন ফরম্যাটে শান্ত রান খরায় ভুগছেন। যান নিয়ে তীব্র সমালোচনাও হচ্ছে। হয়তো সমালোচনা শান্তর কান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই অবস্থায় নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে চাইছেন তিনি। বাংলাদেশের বর্তমান অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালে তার জায়গায় আসার জোর সম্ভাবনা আছে মেহেদী হাসান মিরাজের। আগামী ২৯ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চট্টগ্রামে শেষ টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। এই টেস্টের মধ্য দিয়ে শান্ত নেতৃত্বের ইতি টানতে চান। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এমনই দাবি করেছে। সবশেষ কয়েক সিরিজে ধারাবাহিকতার ছিটেফোঁটাও দেখাতে পারেননি বাঁহাতি ব্যাটার। রানখরায় ভুগতে থাকায় অধিনায়ক শান্তকে নিয়ে সমালোচনাটা হচ্ছে প্রবলভাবে। সেটা হয়তো তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। নেতৃত্বের চাপ যে ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলছে সেটা অনুমান করতে পারছেন। যদিও বিসিবি শান্তকে আগামী চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঠিক করলেও সেই দায়িত্ব আর সামলাতে চান না তিনি। ক্রিকবাজের তথ্য মতে, নেতৃত্ব ছাড়ার বিষয়টি ইতোমধ্যেই বোর্ডকে জানিয়েছেন। তবে বোর্ডপ্রধান ফারুক আহমেদ বর্তমানে বিদেশে থাকায় সেই সিদ্ধান্ত এখন অনুমোদনের অপেক্ষায়। এ ব্যাপারে বিসিবির এক পরিচালক বলেছেন, 'হ্যাঁ, তিনি (শান্ত) আমাদের জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পরে দলের নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে চান না।' এ প্রসঙ্গে শান্ত বলেছেন, 'দেখা যাক কী হয়। কারণ আমি এখনও সভাপতির (বিসিবি) কাছ থেকে এ বিষয়ে শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।' নেতৃত্বে খুব একটা সফল নন শান্ত। ৯ টেস্টে তিনটিতে জিতেছেন তিনি। এর বাইরে ৯টি ওয়ানডের ৬টিতে হেরেছেন। টি-টোয়েন্টিতে ২৪টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে শান্তর জয়ের সংখ্যা ১০টি। এই অবস্থায় শান্তকে নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছিল।

যদিও বিসিবি চাচ্ছে না এখনই নেতৃত্বে বদল আনতে। ক্রিকেবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, শান্তকে তার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছে বিসিবি। তবে বিষয়টি সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর শান্ত টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নেতৃত্বে রাখা হয়। এদিকে শান্তকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া দলের জন্য মোটেও ঠিক হবে না। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছিলেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'শান্তকে পরিবর্তন তো করাই যায়। কিন্তু পরিবর্তনের আগে ভাবতে হবে, পরে যে আসবে তার সঙ্গেও আমরা এমন করবো কিনা। তার সঙ্গেও যদি আমরা এমন করি, তাহলে তো দুই দিন পর ক্যাপ্টেন খুঁজে পাবেন না।

২০২১ সালের পর ঘরের মাঠে সিরিজ জিতলো পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের স্পিনে আবারও ঘায়েল ইংল্যান্ড। সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ২০২১ সালের পর ঘরের মাঠে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে স্বাগতিকরা। পাকিস্তান সিরিজ নিশ্চিত করেছে ২-১ ব্যবধানে।

রাওয়ালপিন্ডিতে দুই স্পিনার নুমান আলী ও সাজিদ খানের ঘূর্ণিতে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১২ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। যা পাকিস্তানের মাটিতে সর্বনিম্ন! পাকিস্তান পায় ৩৬ রানের লক্ষ্য। ৩ উইকেটে ২৪ রান নিয়ে দিন শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। হ্যারি ব্রুক আর জো রুট আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ব্রুক ২৬ রানে ফিরতেই ৪৬ রানে ৭ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। বেন স্টোকস (৩), জেমি স্মিথ (৩) দ্রুত ফিরলেও জো রুট প্রান্ত আগলে ক্ষীণ আশার সঞ্চার করছিলেন। কিন্তু ৩৩ রানে তিনিও নুমান আলীর বলে গ্লাভসবন্দি হলে শেষ হয়ে যায় প্রতিরোধ। ৮৫ রানে ততক্ষণে ৭ উইকেট হারিয়ে বসেছে সফরকারী দল। প্রথম টেস্ট হারের পর সাজিদ আর নুমান আলীর অন্তর্ভুক্তিই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে।

আলবার দুর্দান্ত গোলে মেসিদের জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : ইন্টার মায়ামির সামনে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্র্যাড গুজ্যান। একতরফা লড়াইয়ে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেসদের একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন আটলান্টা ইউনাইটেডের গোলকিপার। কিন্তু সেই দেয়াল ভেঙে গেল জর্দি আলবার এক গোলায়। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের দারুণ গোলে প্রত্যাশিত জয় পেল ইন্টার মায়ামি।

মেজর লিগ সকার ইস্টার্ন কনফারেন্স কোয়ার্টার-ফাইনাল প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আটলান্টাকে ২-১ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। নিয়মিত মৌসুমে পয়েন্টের রেকর্ড গড়া মায়ামির প্লে অফ অভিষেক হলো এই ম্যাচ দিয়ে। মেসিরও প্রথম প্লে অফ ম্যাচ।

গ্যালারি ছিল দর্শকে ঠাসা। বাংলাদেশ সময় গতকাল শনিবার সকালে নিজেদের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় মায়ামি। সেই গোলেও বড় অবদান আলবার। বাঁ প্রান্তে বক্সের একটু বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের আড়াল থেকে একজনের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে চকিতে বল বাড়িয়ে দেন তিনি। সুয়ারেস এগিয়ে গিয়ে গড়ানো শটে বল জড়ান জালে। এরপর মায়ামির একের পর এক আক্রমণ থেকে আটলান্টাকে রক্ষা হরেন গুজ্যান।

সপ্তম মিনিটের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া মেসির দারুণ শট পাখির মতো উড়াল দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন তিনি। ২৬তম মিনিটে আবারও মেসির গতিময় শটে লাফিয়ে কোনোরকমে ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন আটলান্টার গোলকিপার।

মিনিট তিনেক পর বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া মেসির শট বাধা পায় পোস্টে। ফিরতি বলে মার্সেলো ওয়েগান্টের বুলেট গতির শট ডাইভ দিয়ে বাঁচান গুজ্যান।

মায়ামির আক্রমণের স্রোতের মধ্যেই ৩৮তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় আটলান্টা।

প্রথমার্ধের বাকি সময়ে ও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আক্রমণ চলতে থাকে মায়ামির। ৫৫তম মিনিটে খুব কাছ থেকে দিয়োগো গোমেসের প্রচেষ্টা থামিয়ে দেন গুজ্যান। একটু পরই আলবার ওই গোল।

ডান প্রান্তে মেসি বল ধরে বক্সের ভেতর জটলার ভেতর না দিয়ে বাড়িয়ে দেন বক্সের বাইরে আলবাকে। বাঁ পায়ে বল ধরে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের আগুনে শট নেন আলবা। গুজ্যান এবার ডাইভ দিয়েও নাগাল পাননি।

মায়ামি চেষ্টা চালিয়ে যায় এরপরও। একবার কাছ থেকে বল বাইরে পাঠান মেসি। ৭২তম মিনিটে জটলার ভেতর থেকে তার শট অসাধারণ দক্ষতায় পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন গুজ্যান। হতাশায় মাঠে লাথি মারতে দেখা যায় মেসিকে।

সুয়ারেস-গোমেসদের কয়েকটি চেষ্টাও বারবার ব্যর্থ হয়। ৮৩তম মিনিটে আলবার টোকায় বল জালে ঢোকার মুহূর্তে ঠেকান আটলান্টার ডিফেন্ডার। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আবার মেসিকে হতাশ করেন গুজ্যান। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি মায়ামি।

'আমি চলে গেলে, ইউনাইটেডের মতো ভেঙে পড়বে না সিটি'

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের বিদায়ের পর এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে; কিন্তু এখনও সেই হারানো পথ খুঁজে পায়নি দলটি। ম্যানচেস্টার সিটিকে সাফল্যের চূড়ায় বসানো পেপ গুয়ার্দিওলা চলে গেলে, এই দলেরও কি একই হাল হবে? গুয়ার্দিওলা নিজে অবশ্য তেমন কোনো শঙ্কা দেখছেন না। স্প্যানিশ এই কোচের দৃঢ় বিশ্বাস, ইউনাইটেডের মতো কখনও ভেঙে পড়বে না সিটি। ইংলিশ ফুটবলের ইতিহাসে এখনও ফার্গুসনই সফলতম কোচ হয়ে আছেন। ইউনাইটেডে ২৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ১৩টি লিগ শিরোপা, দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, পাঁচটি এফএ কাপ ও চারটি লিগ শিরোপা জিতেছেন তিনি। ২০১৩ সালে কোচিং ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দেন ফার্গুসন। কিংবদন্তি চলে যাওয়ার পর পথ হারিয়ে ফেলে ইউনাইটেডও। একের পর এক কোচ বদলেও সাফল্যের কক্ষপথে আর ফিরতে পারেনি প্রিমিয়ার লিগের সফলতম ক্লাবটি। ডেভিড ময়েস, লুই ফন খাল, জোসে মরিনিয়ো, উলে গুনার সুলশার এবং বর্তমানের এরিক টেন হাগের কোচিংয়ে দলটির সবচেয়ে বড় সমস্যা বারবার ফুটে উঠেছে অধারাবাহিকতা। ফার্গুসনের বিদায়ের পর ১১ বছরে একবারও প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি দলটি, ইদানীং তো শিরোপাটির জন্য লড়াইও করতে পারে না তারা। গত মৌসুমেই যেমন অষ্টম হয়ে লিগ শেষ করে ইউনাইটেড। অন্যদিকে, গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে উড়ছে সিটি। গত সাত মৌসুমে ছয়বার ঘরে তুলেছে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। চলতি মৌসুমেও লিগ শিরোপা জয়ের দৌড়ে বেশ ভালোভাবেই আছে তারা। গুয়ার্দিওলার হাত ধরে অধরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদও পেয়েছে ক্লাবটি। গুয়ার্দিওলার সঙ্গে সিটির চুক্তির মেয়াদ চলতি মৌসুম পর্যন্ত।

গুঞ্জন রয়েছে, মৌসুম শেষে ইংলিশ ক্লাবটি ছাড়তে পারেন তিনি। সিটির সঙ্গে নতুন চুক্তির প্রসঙ্গ বারবার এড়িয়ে গেছেন গুয়ার্দিওলা। তাই তার চলে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরাল হচ্ছে আরও। সামনে তেমন কিছুই যদি হয়, তারপরও সিটি সাফল্যের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস গুয়ার্দিওলার। "আমি জানি না, ইউনাইটেডে কী হয়েছিল। মাত্র একজন মানুষ চলে যাওয়ার পর সবকিছু যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে এটা ক্লাবের জন্য খারাপ লক্ষণ।

স্বাস্থ্য

বডি ম্যাসাজের যত উপকারিতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বডি ম্যাসাজ শুধু বিলাসিতা নয়, এটি স্বাস্থ্যের জন্য একটি কার্যকর থেরাপি হিসেবেও বিবেচিত। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ শরীরকে পুনরুজ্জীবিত ও সুস্থ রাখার জন্য ম্যাসাজ থেরাপির ব্যবহার করে আসছে।

আজকাল আধুনিক জীবনের চাপ ও ব্যস্ততায় বডি ম্যাসাজ মন ও শরীর উভয়ের জন্যই উপকারী। চলুন জেনে নিই বডি ম্যাসাজের কিছু চমৎকার উপকারিতা।

১. শরীরের ক্লান্তি দূর করে

মাসাজ শরীরের পেশিতে জমে থাকা ক্লান্তি এবং স্ট্রেস দূর করে। নিয়মিত ম্যাসাজ করলে পেশির চাপ কমে এবং রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়, যা শরীরকে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

২. স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমায়

ম্যাসাজ থেরাপি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি শরীরে সেরোটোনিন এবং ডোপামিন নামক হরমোনের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, যা মানসিক প্রশান্তি ও সুখের অনুভূতি দেয়। ফলে স্ট্রেস এবং উদ্বেগের মাত্রা কমে যায়।

৩. রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে

ম্যাসাজ শরীরের রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে, যা কোষে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং ক্ষত দ্রুত সেরে ওঠে।

৪. হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী

বডি ম্যাসাজ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। নিয়মিত ম্যাসাজ থেরাপি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

৫. হাড় ও সংযোগস্থলগুলোর ব্যথা কমায়

যারা হাড়ের জয়েন্টের ব্যথা, আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য সংযোগস্থল সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য ম্যাসাজ অত্যন্ত উপকারী। এটি পেশি ও জয়েন্টের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং ব্যথা উপশম করে।

৬. ঘুমের মান উন্নত করে

ম্যাসাজ মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি এনে দেয়, যা গভীর ও প্রশান্ত ঘুমে সহায়ক হয়। বিশেষ করে ইনসমনিয়ায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত ম্যাসাজ অনেক উপকারী হতে পারে।

৭. ইমিউন সিস্টেম মজবুত করে

ম্যাসাজ লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম সক্রিয় করে, যা শরীরের টক্সিনগুলো দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে শরীর বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

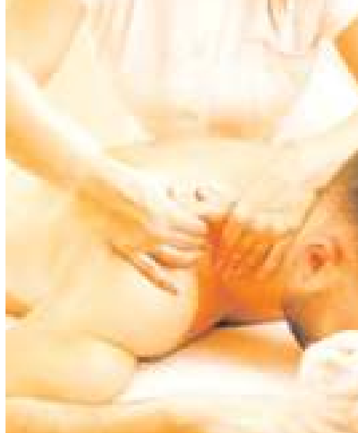

৮. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়

বডি ম্যাসাজ ত্বকে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে, যা ত্বকের কোষকে পুষ্টি প্রদান করে এবং নতুন কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ফলে ত্বক উজ্জ্বল এবং মসৃণ হয়ে ওঠে।

৯. হজমশক্তি উন্নত করে

ম্যাসাজের ফলে অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত হয়, যা হজমশক্তিকে বৃদ্ধি করে। পেটের ম্যাসাজ করলে অন্ত্রের চলাচল সহজ হয় এবং গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটির মতো সমস্যাগুলোর সমাধান হয়।

১০. মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন উপশম করে

ম্যাসাজ শিরদাঁড়ার পাশাপাশি ঘাড় ও মাথার পেশিকে শিথিল করে, যা মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে। এটি রক্তনালী শিথিল করে এবং মানসিক চাপ হ্রাস করে, যা মাথাব্যথার একটি সাধারণ কারণ। বডি ম্যাসাজ শরীর এবং মনের জন্য এক ধরনের আরামদায়ক থেরাপি, যা শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি আনে। এটি শরীরকে চাঙা করে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ব্যস্ত জীবনযাপনের মধ্যে কিছু সময় ম্যাসাজের জন্য বরাদ্দ রাখলে শরীর ও মন দুটোই উপকৃত হবে।

কখন দাঁতে রুট ক্যানেল চিকিৎসা করা হয়?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : দাঁতের সমস্যায় সবাই কমবেশি ভুগেন। ব্যথা কমানোর জন্য কেউ কেউ ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে থাকেন। তাতেও যখন সমস্যার সমাধান হয় না তখন কেউ দাঁত তোলার সিদ্ধান্ত নেন। আবার কেউ রুট ক্যানেল চিকিৎসা নেন। দাঁতে সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দাঁত তুলে ফেলবেন, নাকি রুট ক্যানেল চিকিৎসা নেবেন, সিদ্ধান্ত আপনার। দাঁত তুলে ফেলার একটি বড় সমস্যা হচ্ছে- অন্য দাঁতগুলোর কাঠামো বা ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে দাঁত যদি তুলে ফেলতেই হয় তাহলে ফাঁকা জায়গায় একটি কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে নেওয়া ভালো। দাঁত রুট ক্যানেল চিকিৎসা নিলে দাঁতের ভারসাম্য ঠিক থাকে। অনেক সময় দাঁতের গর্ত কতটা গভীর হয়েছে বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে মিষ্টিজাতীয় বা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার পরে কত সময় শিরশির অনুভূতি হচ্ছে? ব্যথা স্থায়ী হচ্ছে কী- সেটা বোঝা উচিত। ব্যথা যদি ১৫ থেকে ২০ সেকেণ্ডেও না কমে- বুঝতে হবে গর্ত গভীর হয়েছে। তখন রুট ক্যানেলের প্রয়োজন হতে পারে।

রুট ক্যানেল:

রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট যা এন্ডোডন্টিক ট্রিটমেন্ট নামেও পরিচিত। দাঁতের পাল্প বা মজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই রুট ক্যানেল করা হয়। ডেন্টাল হ্যান্ডপিসের মধ্যে ফাইল ব্যবহার করে দাঁতের পাল্প বা মজ্জা পরিষ্কার করে ক্যানেলের শেপ দেওয়া হয়।

তারপর গাটা পার্চার মাধ্যমে ক্যানেল ভরাট করা হয় এবং দাঁতের মধ্যে ফিলিং দেওয়া হয়। সর্বশেষ ডেন্টাল ক্রাউনের মাধ্যমে দাঁতটাকে সংরক্ষণ করা হয়।

রোগ-শোক ছাড়াই শিশু মৃত্যুর কারণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার গত কয়েক দশকে কমলেও সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হয়নি। নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগের কারণে সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবে রোগ ছাড়াও সামাজিক ও পরিবেশগত অনেক বিষয় সামনে এসেছে।

পানিতে ডুবে মৃত্যু, অপুষ্টি, দুর্ঘটনা, নিরাপত্তার অভাব এবং সঠিক যত্ন না পাওয়ার মতো সমস্যাগুলো শিশুমৃত্যুর নতুন রূপ ধারণ করেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে ঘটে, যখন তারা বয়স্কদের তত্ত্বাবধানের বাইরে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদীভাঙনও শিশুমৃত্যুর হার বাড়াচ্ছে। ২০২৪ সালের বন্যায় প্রায় ২০ লাখ শিশু বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়ে, কারণ তারা জরুরি সেবা ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগছিল।দুর্যোগের পরপরই সঠিক ত্রাণসেবা না পাওয়া এবং আশ্রয়স্থলগুলোর অপ্রতুল অনেক শিশুকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

অপুষ্টি

অপুষ্টিও শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, তবু দরিদ্র পরিবারগুলোতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়ে গেছে। ইউনিসেফের মতে, পর্যাপ্ত পুষ্টি না পাওয়ার কারণে শিশুরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।এমনকি স্বাভাবিক অসুস্থতাও প্রাণঘাতী হতে পারে অপুষ্টির কারণে।

পানিতে ডুবে মৃত্যু

সবচেয়ে বড় শত্রু বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর। প্রতিবছর গড়ে ১৪ হাজার শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়, যা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলোতে পুকুর, খাল এবং জলাশয়গুলো শিশুদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সাঁতার শেখানোর উদ্যোগ এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় এই সমস্যার সমাধান কঠিন হয়ে পড়ছে।

পারিবারিক অবহেলা

শিশুমৃত্যুর আরেকটি বড় কারণ হলো অভিভাবকদের অবহেলা ও অসচেতনতা। দরিদ্র পরিবারগুলোতে পিতামাতারা কাজের চাপে ব্যস্ত থাকায় শিশুদের পর্যাপ্ত নজরদারি করতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে অনিরাপদ পরিবেশে বড় হওয়া শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। এছাড়া, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের কারণে শিশুর প্রতি অবহেলা দেখা দেয়, যা তার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এছাড়াও হেলথ ও ইনজুরি সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, ইনজুরি বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শিশু প্রাণ হারায় আত্মহত্যা (১৪.৭ শতাংশ) করে। যার সংখ্যায় অধিক ১৮ বয়সের কম শিশু। শিশুমৃত্যু কমাতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার কমাতে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা এবং জলাধারগুলোর চারপাশে সুরক্ষা বেষ্টনী স্থাপন অপরিহার্য। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা এবং ঘরোয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সচেতনতা বাড়াতে হবে।

কোমর ব্যথায় করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রাজধানীতে ব্যক্তিগতভাবে বাইক চালানোর পাশাপাশি অনেকে এই বাহন চালানো পেশা হিসেবে নিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরের ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ মোটরবাইক চালক কোমর ব্যথায় ভুগছেন। অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোমর ব্যথাবিষয়ক গবেষক দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাইড শেয়ারকারী মোটরবাইকারদের নিয়ে ওই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ২০২৩ সালের ২০ মে থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৬৩৩ জন রাইড শেয়ারকারী মোটরবাইকারের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণাটি করা হয়। এতে এ ফলাফল উঠে আসে। বাইকচালকদের মধ্যে তামাক সেবনকারীদের এ প্রবণতা অনেক বেশি, যা প্রায় ৭০ শতাংশ। এ ছাড়া যারা নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম থেকে বিরত থাকেন, তাদের মধ্যে ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ এ সমস্যায় ভোগেন। উচ্চ রক্তচাপে ভোগা বাইকচালকদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৭৬ শতাংশ কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। একই সঙ্গে এ সমীক্ষায় আরও দেখা যায়, যারা পুরনো বাইক ব্যবহার করেন এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে বাইক ব্যবহার করেন, তাদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা মারাত্মক হারে বেশি। এ ছাড়া যারা সপ্তাহে সাত দিন মোটরবাইক সার্ভিস দিচ্ছেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় এ কাজে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে শতকরা ৭১ জন কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। এ গবেষণায় আরও একটি বিষয় দেখা যায়, যারা মোটরসাইকেল চালানোর সময় সেফ গার্ড ব্যবহার করছেন না, তাদের শতকরা ৬৫ দশমিক ৩ শতাংশ এ সমস্যায় ভুগছেন, যা অন্য বাইকচালকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। আরও বিষয় এ গবেষণায় উঠে এসেছে। যেমন- যে বাইকাররা ১৫০ সিসির নিচে বা পুরনো বাইক ব্যবহার করেন, তারা বেশি কোমর ব্যথায় ভোগেন। সমাধান কী : বাইকচালকদের কোমর ব্যথা সমস্যার সমাধানে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তামাকজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার অনেক রোগের কারণ। গবেষণা বলছে, তামাকজাতীয় দ্রব্য কোমর ব্যথার জন্য দায়ী। এর আগে অনেক গবেষণায় একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। তাই সর্বপ্রথম কোমর ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই সব ধরনের তামাকজাতীয় দ্রব্য পরিহার করতে হবে। সেই সঙ্গে বাইকচালকসহ সবার উচিত প্রতিদিন কিছু শারীরিক ব্যায়াম করা। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, শারীরিক সচলতা কোমর ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। একজন বাইকচালকের উচিত সপ্তাহে অন্তত এক দিন বিশ্রাম নেওয়া এবং দিনে মাত্রাতিরিক্ত বাইক চালানো থেকে বিরত থাকা।